Newbie Guideline

অথোরিটি এইড সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট

আমাজন এফিলিয়েট মাইক্রো অথোরিটি নিস সাইট এ টু জেড

Md Billal Hossain Sarker

AuthorityAid.com

অথোরিটি এইড সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট

মো বিল্লাল হোসেন সরকার

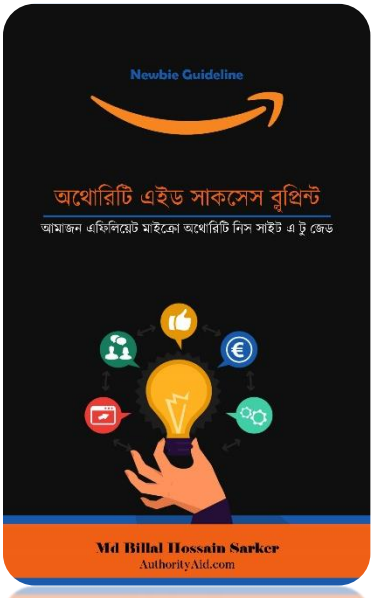

www.purepdfbook.com

উৎসর্গঃ

জিন্নাত উল হাসান
আশফাকুর রহমান রিয়াদ
রিফাত রশিদ আদনান
নাসির উদ্দিন শামীম
আল-আমিন কবির
আরিফুল ইসলাম পলাশ
কে এম রফিকুল ইসলাম

(তাদের প্রতি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতা। প্রতিনিয়ত উৎসাহিত হই তাদের দেখে। কিন্তু কখনও সেভাবে বলা হয়নি। জানানো হয়নি কখনও কতটা ভালোবাসি তাদের।)

www.purepdfbook.com

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৯

বিনিময় মূল্য

ভালোবাসা

প্রচ্ছদ

সুখেন্দু বিশ্বাস

স্বত্ব

লেখক

প্রকাশক

মো বিল্লাল হোসেন সরকার কর্তৃক অথোরিটি এইড, ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং authorityaid.com/ebook দ্বারা পরিবেশিত।

[এই বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি, পুনঃব্যবহার, কোথাও প্রকাশ তা প্রিন্ট, অনলাইন, ডিজিটাল যেকোনো মিডিয়ার মাধ্যমেই হোক না কেন, অবৈধ। এই ই-বুকের সম্পূর্ণ স্বত্ব লেখকের নিজের। তার অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত কোনো কাজ করা যাবে না।]

www.purepdfbook.com

সূচিপত্র

- ডিসক্লেইমার..... 7
- মুখবন্ধ 8
- আমার সম্পর্কে..... 9
- এই ই-বুকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 16
- আমাজন এফিলিয়েট এবং বর্তমান অবস্থা 18
- কীভাবে শুরু করবেন আমাজন এফিলিয়েট? 21
- কি কি লাগবে?..... 23
- ব্রেইনস্টর্মিং এবং আইডিয়া জেনারেশন..... 25
- নিস সিলেকশন এবং কীওয়ার্ড রিসার্চ 32
- কীওয়ার্ড কী এবং কেন?..... 36
- কীওয়ার্ডের প্রকারভেদ 42
- কীওয়ার্ড রিসার্চ 46
- কীওয়ার্ড রিসার্চ স্পেশাল টিপস..... 59
- ডোমেইন এন্ড হোস্টিং..... 67
- ডোমেইনের ধরন 78
- হোস্টিং 87
- কনটেন্ট ক্রিয়েশন 90
- থিম এবং প্লাগিনস..... 99
- থিম..... 103
- প্লাগিনস..... 104
- নিস সাইট ডেভেলপমেন্ট..... 106

www.purepdfbook.com

❖ কনটেন্ট পাবলিশ এবং অনপেজ সেটাপ..... 109
❖ অফপেজ এসইও এ টু জেড 116
❖ সোশ্যাল প্রোফাইল..... 120
❖ সোশ্যাল শেয়ার..... 121
❖ ব্লগ কমেন্ট..... 123
❖ ফোরাম প্রোফাইল 125
❖ অথোরিটি প্রোফাইল..... 126
❖ অথোরিটি ওয়েবসাইট পোস্ট 127
❖ ওয়েব ২.০ 129
❖ গেস্টপোস্ট..... 131
❖ আমাজন একাউন্ট ক্রিয়েশন এবং ম্যানেজমেন্ট..... 146
❖ আর্নিং স্কেলাপ 150
❖ প্যাসিভ ইনকাম..... 155
❖ নিস ওয়েবসাইট ফ্লিপ করা 159
❖ নেক্সট প্রজেক্ট..... 162
❖ কমন প্রশ্ন এবং উত্তর..... 169
❖ ওভারঅল সমাপ্তিকথন 191

www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়

ডিসক্লেইমার

“অথোরিটি এইড সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট” ই-বুকটি পড়ে আপনি হাজার হাজার ডলার ইনকাম করে ফেলবেন, এরকম চিন্তা যারা করছেন তারা দয়া করে এটা পড়া থেকে বিরত থাকুন। কিংবা ই-বুকটি পড়ে যারা সিক্রেট তথ্য জানতে পারবেন ভাবছেন, তারাও এটি পড়া থেকে বিরত থাকুন। পড়া থেকে বিরত থাকুন তারাও যারা এফিলিয়েট মার্কেটিং দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় সহজে পেয়ে যাবেন ভাবছেন।

এই ই-বুকটি আদতে সেরকম কিছু নয়। অবশ্য বাস্তবে এরকম কিছু আছে বলেও আমার জানা নেই। মূলত এই বইয়ে আমাজন এফিলিয়েট নিস সাইট সম্পর্কে একটা প্রাইমারি গাইডলাইন দেয়া হয়েছে মাত্র। বিশেষ করে যারা নতুন, কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে হিমশিম খান যে কোন কাজটার পর কোন কাজটা করবেন, তাদের জন্যই এই ই-বুক। ধারাবাহিক ক্রমান্বয়তা অনুসরণ করে একটা সহজ গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে মাত্র।

দুই.

বইটির পিডিএফ কপি আলাদা করে কোথাও শেয়ার না করার একান্ত অনুরোধ জানাই। বইটি কারও সাথে বা কোথাও শেয়ার করতে চাইলে এই লিংকটি শেয়ার করুন: https://authorityaid.com/ebook/.

দিনরাত পরিশ্রম করে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করেছি আপনাদের জন্যই। সুতরাং আমার বিশ্বাস, আমার এই অনুরোধটি আপনারা রাখবেন। অনেক ধন্যবাদ।

ভালোবাসাসহ–
মো বিল্লাল হোসেন সরকার
ফাউন্ডার, অথোরিটি এইড
ওয়েবসাইট, ট্যুইটার, ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ

www.purepdfbook.com

মুখবন্ধ

“অথোরিটি এইড সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট” নামে এই বইয়ে আদতে কী থাকছে আর কী থাকছে না, সেটা বড় বিষয় নয়। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে বলে নিচ্ছি: এখানে এমন কিছু থাকবে না যেটার বাস্তব প্রয়োগ আমি করিনি। অর্থাৎ এই ই-বুকের প্রতিটা বিষয় আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সুতরাং আপনি যখন কিছু একটা পাবেন এই বইয়ে, সেটা আপনার সাইটের জন্য প্রয়োগ করতে পারেন। অন্তত সাইটের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি না সাইটের অন্য কোনো সমস্যা থেকে থাকে।

আপনার দৃষ্টিতে বইয়ে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

তো বেশি কথা না বলে, শুরু করা যাক, চলুন।

www.purepdfbook.com

আমার সম্পর্কে

আমার নাম মোঃ বিল্লাল হোসেন সরকার। পাসপোর্ট করতে গিয়ে জানতে পারলাম "মোঃ" ব্যবহার করা যাবে না। কষ্ট পেয়েছিলাম। নামের জন্য নয়, ঝামেলার জন্য (এ থেকে ধারণা করতে পারবেন আমি কতটা অলস!)। দৌড়াদৌড়ি করে প্রথমে ভোটার আইডি কার্ড ঠিক করলাম– অর্থাৎ মোঃ থেকে মো করা হলো। তারপর পাসপোর্ট করতে পেরেছিলাম।

তাই এখন আমার নাম **মো বিল্লাল হোসেন সরকার**। নামটা যে আমার খুব পছন্দ, তা নয়। কিন্তু কী আর করা! তবে আমার আম্মাজান আমাকে ডাকেন "বিলাল" বলে। আর বেশি আদরের সময় "বিলু"। দু'টোই আমার পছন্দ। তাই কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বলি "বিলাল" বা "বিলাল সরকার"। অতো লম্বা নাম বলতে কষ্ট হয়। যাকে বলা হয় তিনিও বোধহয় কষ্ট পান নাম মনে

www.purepdfbook.com

করতে/রাখতে। কেউ যখন আমাকে “বেলাল” নামে ডাকে, ভালো লাগে না।

তো যাইহোক, আমি মাস্টার্স করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিষয়ের নাম “টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি”। আমার মায়ের ভাষায় “নাউজুবিল্লাহ”। কিন্তু কী আর করা! আগামী বছর পড়াশোনা শেষ হলে আমিও টেলিভিশন আর ফিল্মে ইস্তফা দিয়ে “নাউজুবিল্লাহ” বলে ফেলবো ভাবতেছি। বাকীটা পরম করুণাময়ের ইচ্ছে।

এইচটিএমএল দিয়ে হাতেখড়ি ওয়েবের জগতে। তারপর সিএমএস জুমলা, ওপেনকার্ট আর মাজেন্টো শিখি। ভালো লাগেনি দেখে ওয়ার্ডপ্রেসে মুভ করি। যেটা অন্যতম ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর থেকে এই ওয়ার্ডপ্রেসের উপর নির্ভর করেই চলছি।

কলসেন্টারে জব করেছি কয়েক মাস। কিন্তু আদতে জব করতে পারি না। অলস টাইপের কিনা!

২০০৯ সালে আমাজন এফিলিয়েটের সাথে পরিচয়। কিন্তু এসইও ব্যাপারটা ভালো বুঝতাম না

www.purepdfbook.com

হেতু, কয়েকদিন পর বাদ দিয়েছি এবং ওয়ার্ডপ্রেস নিয়েই মেতে থাকি।

২০১০-এ ওডেস্কের (বর্তমান নাম আপওয়ার্ক) খাতায় নাম লেখাই। এবং সেই থেকে সেখানেই আছি। ফ্রিল্যান্সার ডট কম এবং ইল্যান্স ডট কমে ট্রাই করেছিলাম। কিন্তু ইউআই ভালো লাগে না দেখে দু'জায়গাতেই কয়েকটা প্রজেক্ট করে ওডেস্কে পারমানেন্টলি মুভ করেছি।

এসইও'র ব্যাপারটা হঠাৎ করেই ভালো লেগে যায় প্যাট ফ্লিনের ব্লগে একটা আর্টিক্যাল পড়ে। ঠিক কোনটা, এই মুহূর্তে আর মনে নেই।

তারপর থেকে শুরু। এসইও নিয়ে পড়াশোনা করতে বিস্তর ভালো লাগে। ওডেস্কে একসময় ওয়ার্ডপ্রেসের পাশাপাশি এসইও নিয়েও কাজ করেছি।

২০১৪ সালে এফিলিয়েটে আবারও মুভ করি। প্রথমে ক্লিকব্যাংক দিয়ে শুরু করেছিলাম। মোটামুটি হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অতোটা ভালো করা সম্ভব

www.purepdfbook.com

হয়নি। তারপর ২০১৫'র শুরুর দিকে দীর্ঘদিন পর আবারও আমাজন নিয়ে উঠেপড়ে লাগি।

আমাজনের প্রথম নিস ওয়েবসাইটটি কিনেছিলাম টুং ট্রান নামক একজন এফিলিয়েট মার্কেটারের কাছ থেকে, রিক্রয়ারমেন্টসমতো বানিয়ে দিয়েছিলো। ৭.৫-কে ওয়ার্ডের আর্টিক্যাল, থিম, ডিজাইন, অনপেজ এসইওসহ একটা সাইট। দাম নিয়েছিলো সম্ভবত পাঁচশ' পঞ্চাশ ডলার।

কিন্তু কিছুতেই ওটাতে ভালো করতে পারছিলাম না। একসময় বুঝতে পারি এসইও'র অনেক ব্যাপারই তখনও অজানা। এসইও'র একটা সেক্টরে সার্ভিস দেয়া এক ব্যাপার আর পুরো সাইট র‍্যাংক করা অন্য ব্যাপার।

সে সময় হঠাৎ মাথায় আসলো পিবিএনের কথা। আপওয়ার্কে অনেক ক্লায়েন্টের জন্যই পিবিএন বানিয়েছি। সো অভিজ্ঞতা খারাপ না। তাই পিবিএন বানানো শুরু করলাম।

প্রায় একশ' পিবিএন বানিয়েছিলাম। বলা যায় ইনকামের ম্যাক্সিমাম টাকাই পিবিএন বানিয়ে শেষ

www.purepdfbook.com

করেছি সেসময়। কিন্তু তবুও আমাজনের ঐ সাইট মাসে ১০০ ডলারের মাইলফলক ধরতে পারেনি।

এছাড়াও বেশ কিছু এসইও লিজেন্ডের কাছ থেকেই এসইও সার্ভিস কিনেছি। কিন্তু যে-কি সেই! সাইটের অবস্থা কিছুতেই ভালো করা সম্ভব হয়নি।

এই সাইট শেষ পর্যন্ত ফ্লিপ্পাতে সতেরোশ' ডলারে সেল করি। ইনভেস্ট ছিলো প্রায় দেড় বছর সময় এবং ৫ হাজার ডলারের বেশি অর্থ।

তারপর ওয়াদা করি– 'চুলের' আমাজন এফিলিয়েট আর না! কিন্তু ওয়াদা বেশিদিন টিকলো না। কারণ, মানুষ পণ করে পণ ভাঙ্গার জন্যই।

হাহাহা!

তাই আবারও মাঠে নেমে পড়লাম আমাজনকে এক হাত দেখে নেয়ার জন্য।

হিহিহি!

তবে এবার যথেষ্ট হিসেব নিকেশ করে। যথেষ্ট পড়াশোনা করে। এই সময়েই "আমাজন এফিলিয়েট বাংলাদেশ" গ্রুপের প্রায় প্রতিজন

www.purepdfbook.com

সাকসেসম্যানকে নক দিয়েছি। একবার নয়, বারবার।

রেসপন্স রেইট খুবই কম। এক থেকে দেড় পার্সেন্ট বলা যায়। এতো অভিমান হতো, যে করেই হোক সাকসেস হতেই হবে। আর সিদ্ধান্ত নিই, যদি কোনোদিন সাকসেস হতে পারি, তাহলে যে-ই নক দেবেন, হেল্প করবো, ইনশাআল্লাহ। যতো ব্যস্ততাই থাক না কেন, কারও ইনবক্স-ই ফেলে রাখবো না।

যদিও আমি এখনও নিউবি। তবুও, কেউ যখন নক দেয়, অনলাইনে থাকলে সাথে সাথেই সাড়া দিই। যতোটুকু অভিজ্ঞতা আছে, জানা আছে, ততোটুকু দিয়েই সাহায্য করার চেষ্টা করি।

কমিউনিটির একজনও বলতে পারবেন না, আমাকে নক দিয়ে কোনো রিপ্লাই পাননি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। আমাকে আল্লাহ এই তৌফিকটুকু দিয়েছেন।

আমাকে নিয়ে বলার মতো আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তাই মূল লেখাতে চলে যেতে চাচ্ছি।

www.purepdfbook.com

ও হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো আমার আর্নিং সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু এটা নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। চার ডিজিট আর্নিং করছিলো এরকম একটা সাইট জানুয়ারি ২০১৯-এ ইমপায়ার ফ্লিপ্পার্সে ফ্লিপ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে একটা মাল্টি নিস সাইট নিয়ে কাজ করছি। ২০২১-এ বিগ বাজেটে ফ্লিপ করার ইচ্ছে আছে। আর ছোট ছোট কিছু সাইট (মাইক্রো অথোরিটি নিস) নিয়ে মুভ করছি। যেগুলো প্রতি বছর একটা করে ফ্লিপ করার প্ল্যান। বাকীটা আল্লাহর ইচ্ছে।

জীবনে দু'টো বড় শখ আছে। প্রথমটা হচ্ছে– পৃথিবীর ২০৩ টা দেশ দেখতে চাই। আর দ্বিতীয়টা সম্পর্কে ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ বলবো।

তো আপাতত এই পর্যন্তই থাক আমার সম্পর্কে। ভবিষ্যতে আরও আলাপ হবে। চলুন, মূল লেখায় মুভ করি।

সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন।

শুভকামনা।

www.purepdfbook.com

এই ই-বুকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটা কাজেরই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং এই বইয়েরও সেরকম একটা বিষয় আছে। সেটা আগেই ক্লিয়ার করে নিতে চাই।

আর তা হচ্ছে– আমাজন নিস সাইট সম্পর্কে প্রচলিত কিছু "মিথ", যা লিজেন্ডরা তৈরি করে রেখেছেন নিজেদের সুবিধার জন্য, সেগুলো কি আদতে সত্যি নাকি মিথ-ই, তা তুলে ধরা সবার সামনে। এবং সেই সাথে অল্প বাজেটে কীভাবে একটা নিস সাইট থেকে সর্বোচ্চ রিটার্ন পাওয়া যায় সেই বিষয়ে জানানো।

বইটা একটা গাইডলাইন হবে মাত্র। যেটা আপনাকে ধারাবাহিকভাবে কাজের একটা তালিকা দেবে। ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে। মোটিভেটেড হওয়ার রাস্তা বাৎলে দেবে। কিন্তু এটা ভাববেন না, এই বই পড়ার সাথে সাথেই আপনি হাজার হাজার ডলার ইনকাম শুরু করতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

তবে এই নিশ্চয়তা দেয়া যায়, যারা বইয়ের গাইডলাইনগুলো ফলো করবেন, ইনশাআল্লাহ নিস সাইট নিয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন।

এখানে কোনো লিজেন্ডের কোনো রেফারেন্স দেয়া হবে না। আর্নিং স্ক্রিনশট দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে না। জাস্ট একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করা হবে মাত্র।

আপনি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারেন, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

কিংবা আমার কথা পাত্তা না দিয়ে, এসব দূরে ঠেলে দিয়ে নিজের মতো এগিয়ে যেতে পারেন।

দু'টোই আপনার অধীন। সো বেস্ট অব লাক, যা-ই করুন না কেন!

www.purepdfbook.com

আমাজন এফিলিয়েট এবং বর্তমান অবস্থা

বেশ কয়েকবছর যাবৎ শোনা যাচ্ছে– আমাজন এফিলিয়েটের যুগ শেষ। অন্য চিন্তা করতে হবে। আদতে তা কতটুকু সত্যি?

আমার অভিজ্ঞতা বলে এটা ভুল। জাস্ট আপনাকে ডিমোটিভেটেড করার জন্য এই কথা বলা হচ্ছে, আর কিছু না। আপনাকে অন্যদিকে (ড্রপশিপিং, আমাজন এফবিএ) রিডাইরেক্ট করার একটা ফন্দি। এছাড়া এই কথার আর কোনো ভিত্তি নেই।

আমাজন এফিলিয়েট থাকবে। এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নেই। আর যদি আমাজন এফিলিয়েট নাও থাকে, তাও এটা নিয়ে অরিড হওয়ার মতো কাজ করবেন না।

কেন?

কারণ একটা আমাজন এফিলিয়েট সাইটের মূল পাওয়ার হচ্ছে ট্রাফিক। যখন একটা সাইটে ট্রাফিক

www.purepdfbook.com

থাকবে, তখন আর চিন্তা নেই। সেটা যেকোনো কিছু দিয়ে মনেটাইজেশন করা সম্ভব।

অর্থাৎ অল-ইন-ওয়ান বস হলেন ট্রাফিক মহোদয়গণ। সুতরাং অরিড যদি হতেই হয়, ট্রাফিক যখন সাইটে থাকবে না, তখন অরিড হোন। সেটাকে কেয়ার করুন। অন্যকিছুতে কখনও পাত্তা দেবেন না।

এফিলিয়েট নিস সাইট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শয়ে শয়ে সাইট এনালাইসিস করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে একটা ভালো সংবাদ দিই:–

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশের অনেক অনেক মানুষ এই আমাজন এফিলিয়েট মার্কেটের সাথে জড়িত। শ' শ' সাইট পেয়েছি বাংলাদেশী মার্কেটারদের।

যারা কমিউনিটিতে একেবারেই পরিচিত না। আড়ালে থেকে বিগ বিগ কাজ করে যাচ্ছেন।

সুতরাং আমার ধারণা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মার্কেটাররা আমাজন এফিলিয়েট

www.purepdfbook.com

জগতে রাজত্ব করবেন। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক পার্সেন্টেজের সাইট তাদের দখলে চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ। শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এটা।

www.purepdfbook.com

কীভাবে শুরু করবেন আমাজন এফিলিয়েট?

শুরু করাটা বোধহয় একটু কষ্টকরই, যদি আপনি সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নিয়ে আগাতে চান। আর যদি হুটহাট করে শুরু করতে চান, সেটা ভিন্ন কথা। যা আদতে কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনে না। দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতোই হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে যাওয়া মাত্র। যদিও আমি কাউকেই নিরুৎসাহিত করি না।

যার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে, তারই উচিৎ শুরু করা। তবে হুটহাট করে নয়। অবশ্যই সুপরিকল্পিতভাবে। এর বাইরে শুরু করা মানেই "নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারা"র মতো হবে।

তো এখন প্রশ্ন হলো– কীভাবে শুরু করবেন?

খুব সিম্পল। একটা ওয়েবসাইট বানাবেন, আমাজনের এফিলিয়েট লিংক বসাবেন আর ট্রাফিক পাঠাবেন। ব্যাস! হয়ে গেলো।

কিন্তু আদতে কি তাই?

www.purepdfbook.com

না।

আমি বলবো, শুরু করার জন্য সবার আগে আপনার মনকে ডেডিকেটেড করুন এই কাজের জন্য। ঝড়-বাদল যতো যা-ই হোক আপনি সরে দাঁড়াবেন না। এটাই মূলমন্ত্র আমাজন এফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার জন্য।

যদি এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারেন, আপনার সাকসেস আসবেই, ইনশাআল্লাহ। কারণ তখন আপনি নিজেকে ঠিক ঐভাবেই প্রস্তুত করে নেবেন, অভিযোজন করবেন, মাইগ্রেট করবেন। যে যতো বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, কাজ হবেই ইনশআল্লাহ।

এই পৃথিবীতে কারও জন্য বা কিছুর জন্য অন্য কেউ বা অন্যকিছু থেমে থাকে না। কঠিন বাস্তবতাই হলো সত্যিকারের বাস্তব।

www.purepdfbook.com

কি কি লাগবে?

আপনার মন ঠিক করেছেন। এফিলিয়েট নিয়ে কাজ করবেনই। এবার তাহলে আমরা অন্যদিকে মুভ করবো।

আমাজন এফিলিয়েটের জন্য কিছু টুলস লাগবে। কিছু এসেট লাগবে। কিছু ফান্ড লাগবে। সেগুলো নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো।

জানতে হবে:

- এসইও
- কীওয়ার্ড রিসার্চ
- ইংরেজি (মোটামুটি হলেও চলবে, লাইক মী)
- সিএমএস ওয়ার্ডপ্রেস (মোটামুটি হলেও চলবে)
- নেটওয়ার্কিং

www.purepdfbook.com

আপাতত এগুলো হলেই শুরু করা যাবে। এগুলো নিয়ে এই ই-বুকের পরতে পরতে বারবার করে বলা হবে। তো আশা করা যায়, এই বইটা মনোযোগ দিয়ে যদি পড়েন, তাহলে অন্তত এসবে আর আপনার সমস্যা থাকছে না।

কিনতে হবে:–

- ডোমেইন এবং হোস্টিং
- থিম এবং প্লাগিনস (যদি প্রিমিয়াম চান)
- কীওয়ার্ডস (যদি প্রয়োজন মনে করেন)
- কনটেন্টস (নিজে লিখতে না পারলে)
- এসইও টুলস (প্রয়োজন মনে করলে)
- কীওয়ার্ড ট্র্যাকার (আবশ্যক নয়)
- এইসও সার্ভিস (প্রয়োজন মনে করলে)

আপাতত এটুকুই। বাকীটা কাজ করতে করতে বুঝে যাবেন। তখন প্রয়োজন মনে করলে কিনবেন।

তাছাড়া আমার হয়তো কিছু বাদ পড়ে গেলো। সেটা পরবর্তীতে মনে পড়লে লিপিবদ্ধ করে নেয়া যাবে।

www.purepdfbook.com

ব্রেইনস্টর্মিং এবং আইডিয়া জেনারেশন

এফিলিয়েট নিস সাইট শুরু করার জন্য সবচেয়ে জরুরি একটা অধ্যায় হচ্ছে একটা আইডিয়া পাওয়া। এখানে ভুল একটা সিদ্ধান্তই আপনার সাকসেসের পরিমাণকে ৫০% কমিয়ে দিতে পারে।

সুতরাং এটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আইডিয়া চমৎকার হলে আপনার নিস সাইট অনেক দূর এগিয়ে যাবে– অবশ্যই পজেটিভ দিকে। আর এটার জন্য ব্রেইনস্টর্মিং গুরুত্বপূর্ণ। ব্রেইনস্টর্মিং হলো নিজের মস্তিষ্ককে ঝড়-বাদলে ফেলে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দেয়া।

কীভাবে?

সেটাই এখানে লেখা হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই একটা লিস্ট করে ফেলুন আপনার আশেপাশে যা আছে সেগুলোর। খেয়াল করুন আপনার আশেপাশে কি কি আছে এখন। আমি

www.purepdfbook.com

লিপিবদ্ধ করছি আমার আশেপাশে যা আছে সেগুলো:

- কলম
- মোবাইল
- পোর্টেবল হার্ডডিস্ক
- পাওয়ার ব্যাংক
- তালা
- ল্যাপটপ
- বই
- স্টেপলার মেশিন
- কফি এবং কফিমগ
- মাউজ
- খাতা
- চার্জার
- মাল্টিপ্লাগ
- ওষুধ
- ম্যাসেজ ক্রিম
- হেডেক ক্রিম
- টেবিল

www.purepdfbook.com

- চেয়ার
- জুতা
- খাট
- ম্যাট্রেস
- বালিশ
- বেড কভার
- টি-শার্ট
- প্যান্ট
- জানালার পর্দা
- রাউটার
- স্যুইস
- ফ্যান
- এসি
- বডি স্প্রে
- প্রিন্টার
- ক্যাবল

এরকম আরও বেশ কিছু বিষয় লিস্ট করা সম্ভব। এগুলোই কিন্তু আমার আশেপাশে আছে।

www.purepdfbook.com

খেয়াল করলে দেখবেন, এই জিনিসগুলোর সিমিলার বা সাব-ক্যাটাগরি আরও অনেক অনেক জিনিস বা প্রোডাক্টও কিন্তু বের হয়ে পড়বে একটু ভাবলেই।

যেমন– ফ্যান কিন্তু অনেক রকম হয়। বডি স্প্রে'র সাথে আরও অনেক সম্পর্কিত বিষয় চলে আসে। এসি'র সাথেও অনেক সাব-ক্যাটাগরি বের হবে।

এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় দিয়ে অন্তত আরও ৩টা বা ৫টা বিষয় বের করার চেষ্টা করুন। এই যে এভাবে কাজ করবেন, এগুলোই কিন্তু ব্রেইনস্টর্মিং। খেয়াল করে দেখুন, আমার এই লেখা পড়ার সাথে সাথেই আপনার মস্তিষ্ক কিন্তু ভাবতে শুরু করেছে আশেপাশে কি কি আছে এবং সেগুলো থেকে আরও কি কি বের হবে? তাই না?

তো এভাবে যতো আপনার মস্তিষ্ককে ভাবাতে পারবেন, ততোই আপনার ফায়দা হবে। এভাবে ভাবতে ভাবতে দেখবেন, এমন একটা বিষয় পেয়ে যাবেন, আপনার নিজেরই মনে হবে চমৎকার একটা

www.purepdfbook.com

বিষয় পেয়ে গেলেন এবং সেই বিষয়ে দেখবেন মার্কেটে তেমন কোনো কাজ নেই।

আসুন ব্রেইনস্টর্মিং-এর আরও কিছু বিষয় দেখি, যেগুলো থেকে সুন্দর আইডিয়া বের হতে পারে:–

১। টিভি দেখা

২। রাস্তায় চলাফেরার সময় আশেপাশে দেখা

৩। কোনো একটা মার্কেট নিয়ে ভাবা

৪। সাকসেসফুল ব্লগ পড়া

৫। এক্সামপল সাইট দেখা

৬। অনলাইন সার্ফিং করা

এরকম আরও অনেক অনেক বিষয়। এগুলোর দিকে একটু নজর দিলেই দেখবেন অসাধারণ আইডিয়া পেয়ে গেছেন। এভাবেই ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে নিজস্ব একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন। আর সেটাই হবে কাজের কাজ। শুরুটা হবে অসাধারণ।

www.purepdfbook.com

কি, বিষয়গুলো খুব আনকমন কিংবা হাস্যকর মনে হচ্ছে? কিন্তু এভাবে করেই দেখুন। দেখবেন নিজের জানার পরিধি কত দ্রুত বেড়ে যায়।

শুধুমাত্র আপনার আশেপাশের জিনিসগুলোর লিস্ট করতে গিয়েই দেখবেন ড্রামাটিক্যালি আপনি অবাক হবেন।

আর বাকী কাজগুলো করতে গিয়ে আরও অবাক তো হবেনই। নিস সাইট শুরু করার জন্য এতো এতো আইডিয়া পাবেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিজেকে শুধু আউটডোর ফিশিং, সাইকেল আর এসব সম্পর্কিত বিষয়ে আবদ্ধ রাখবেন না।

মনে রাখবেন, একজন একটা সাইটে সাকসেস হয়েছে বলেই আপনাকেও ঐ রাস্তায় যেতে হবে, তা নয়। বরং এমন একটা রাস্তায় যান, যেন আপনাকেই এক্সাপল হিসেবে দাঁড়া করানো যায়।

www.purepdfbook.com

হয়তো শুরুতে কঠিন মনে হবে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। রাগ তৈরি করুন নিজের মধ্যে, দেখবেন সফলতা কাছে এসে যাবে।

আর "পারবো কি পারবো না" যতো ভাববেন, সফলতা ততোই দূরে ভাগতে থাকবে।

www.purepdfbook.com

নিস সিলেকশন এবং কীওয়ার্ড রিসার্চ

আপনি যদি ব্রেইনস্টর্মিং ভালোভাবে করে থাকেন, তাহলে এতোক্ষণে নিস আপনার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু তারপরও যদি সমস্যা ফিল করেন, তাহলে ব্রেইনস্টর্মিং করা বিষয়গুলো থেকে একটা শর্টলিস্ট করেন। সেটাকে নিয়ে নকআউট পদ্ধতিতে টপিক সিলেক্ট করা শুরু করেন।

এভাবে কাজ করে করে শেষ পর্যন্ত যেটা থাকবে, ওটাই আপনার নিস। ঐ নিস নিয়েই শুরু করুন বিসমিল্লাহ বলে।

তাহলে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় বিষয়টা হলো– কীওয়ার্ড রিসার্চ– একটা নিস সাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কীওয়ার্ড সিলেকশন যদি ভুল করা হয় একটা নিস সাইটের জন্য, তাহলে আর কোনোভাবেই সেই নিস সাইট সাকসেসের মুখ দেখবে না সেটা ৯০% শিউর থাকা সম্ভব।

www.purepdfbook.com

সুতরাং কীওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে। আমার কাছে এই বিষয়টা এতো ভেজাল মনে হয়! যা বলার বাইরে। তবে কাজ শুরু করলে খুব মজা লাগে। বিশেষ করে ইজি ইজি কীওয়ার্ড যখন বের হতে থাকে রিসার্চ থেকে তখন অসম্ভব ভালো লাগে, কাজের গতি বেড়ে যায়।

একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি আগেই– যদি মনে করেন, আপনার কীওয়ার্ড রিসার্চ শেখার বা জানার কোনোই দরকার নেই, আপনি সার্ভিস কিনে নেবেন, তাহলে বলবো, মারাত্মক একটা ভুলের মধ্যে বাস করছেন।

সার্ভিস কিনে নিলেও, আপনাকে কীওয়ার্ড রিসার্চ জানতে হবে। এর বিকল্প নেই।

আরও একটা ব্যাপার জেনে রাখলে ভালো হবে– নিস সাইট নিয়ে কাজ করতে গেলে, এর খুঁটিনাটি সব বিষয়েই আপনাকে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সার্ভিস কিনে, শুধুমাত্র টাকার জোরে এফিলিয়েট নিস সাইট দুনিয়ায় কিছুতেই সাকসেস পাওয়া সম্ভব নয়। অন্তত আমি এটা বিশ্বাস করি।

www.purepdfbook.com

আপনার জানামতে যদি এরকম কেউ থাকে তাহলে নিয়ে আসুন, আমি সেই মহান ব্যক্তিকে অবশ্যই দেখতে চাইবো।

কথাগুলো কি একটু কঠিন হয়ে গেলো? আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা চরম বাস্তব। এরকম ভুল আপনারা যেন না করেন তাই একটু রূঢ়ভাবে বলার চেষ্টা করেছি ইচ্ছে করেই।

অনেকেই ৫০০-১৫০০ ডলারে সাইট কিনে এভাবে সাকসেস পাওয়ার চেষ্টা করে। যেটা মারাত্মক ভুল। এই ভুল আমিও করেছি। তাই এটা জোর দিয়ে বলি যেন অন্য কেউ না করেন।

তারপরও কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিক দুঃখিত। আমি হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্বই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি।

অবশ্য আমাকে ভুল বুঝবেন না। রেডিমেড সাইট কিনতে আমি কখনোই আপনাকে নিরুৎসাহিত করছি না। আপনার সময়ের অভাব থাকলে আপনি রেডিমেড নিস সাইট কিনতেই পারেন। কিন্তু কেনার আগে শিউর হয়ে নিন, যে সাইটটা কিনছেন

www.purepdfbook.com

সেটা আপনি দেখে-শুনে, যাচাই-বাছাই করে নিতে পারছেন। এটাই মূল ফ্যাক্টর।

যাইহোক, আর কথা না বাড়িয়ে বরং আমরা কীওয়ার্ড রিসার্চে চলে যাই। যেহেতু এই অধ্যায়টা একটু ডিটেইলসে বর্ণনা করবো, তাই ধৈর্য্য ধরে পড়ার অনুরোধ জানাই।

পাশাপাশি আমি এখানে কয়েকটা স্পেশাল টিপস শেয়ার করবো। যেগুলো থেকে খুব ইজিলি আপনি একটা ভালো কীওয়ার্ড বুঝতে পারবেন।

আমার জানামতে এরকম টিপস আর কোথাও কোনো এসইও এক্সপার্ট শেয়ার করেননি।

www.purepdfbook.com

কীওয়ার্ড কী এবং কেন?

ধরুন আপনি অনলাইন থেকে কিছু কিনবেন। কিংবা কোনো বিষয়ে জানার জন্য অনলাইনে সার্চ করবেন। মনে করি আপনার সেই জানার বিষয়টা হচ্ছে– মোবাইল ফোন।

আপনি একটি মোবাইল ফোন কিনবেন। কিন্তু কোন মোবাইল ফোনটি কিনবেন, জানেন না। তাহলে আপনি কী করবেন?

কোনো একটা সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে হয়তো লিখবেন– "বেস্ট মোবাইল ফোন"। অথবা কোনো কমিউনিটিতে গিয়েও হয়তো সার্চ করবেন (উল্লেখ্য, এই ই-বুকে, সার্চ করা বলতে আমরা গুগলকেই বুঝবো। অর্থাৎ গুগল সার্চ ইঞ্জিন নিয়েই বলা হবে শুধুমাত্র।)

কিন্তু সেটা বিষয় না। মূল কথা হচ্ছে– এই "বেস্ট মোবাইল ফোন" লিখে সার্চ দিলেন, এটাই হচ্ছে একটা কীওয়ার্ড। যিনি সার্চ দিলেন তিনি টেকি পারসন নাও হতে পারেন। তাই তিন হয়তো

www.purepdfbook.com

এটাকে বলবেন “কী ফ্রেজ” বা হয়তো কিছুই বলবেন না।

কিন্তু আমরা যারা এই বিষয়গুরো সম্পর্কে জানি, তাদের ভাষায় “বেস্ট মোবাইল ফোন” হচ্ছে একটা কীওয়ার্ড। অর্থাৎ যেটা লিখে সার্চ করা হয় কিছু জানার জন্য বা কেনার জন্য, সেটাকেই আমরা বলবো কীওয়ার্ড। আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে। যদিও এগুলো হচ্ছে একেবারেই কমন বিষয়। আমার বিশ্বাস, এই ই-বুক রিডার সবাই-ই তা ভালো করে জানেন।

যাইহোক, ব্যক্তিগতভাবে কীওয়ার্ডে কয়েকটা গুণ না থাকলে সেটাকে আমি কীওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট করি না। আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করছি। যেমন:–

- সার্চ ভলিউম
- অর্থবোধক
- প্রশ্নবোধক
- প্রয়োজনীয়।

www.purepdfbook.com

একটু ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে আপনাদের কাছে।

১। সার্চ ভলিউম

আমি সেটাকেই কীওয়ার্ড বলবো যেটাকে মানুষ সার্চ করার জন্য ফ্রিকুয়েন্টলি গুগলে ব্যবহার করে। অর্থাৎ এটার একটা সার্চ ভলিউম থাকবে। কীভাবে একটা কীওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম দেখা হয়ে, সেটা আমরা পরবর্তীতে জানবো, ইনশাআল্লাহ।

২। অর্থবোধক

আমরা এমন কোনো কীওয়ার্ড ব্যবহার করবো না যেটার কোনো অর্থ নেই।

কারণ আপনি নিশ্চয় "ভজঘঠ ববব নাই নাই" ধরণের কথা লিখে গুগলে সার্চ করবেন না। করবেন কি? বা কেউ করে কি? আপনি এমন কাউকে চেনেন? জানেন? (উল্লেখ্য, আমার জানামতে একজন করে: আমার দেড় বছর বয়সী ভাস্তে। ঈদে

www.purepdfbook.com

বাড়ি গেলে আর ওর সামনে ল্যাপটপ রাখলে কীসব লিখে টিখে গুগলে। তা গুগল দেখি আবার রিপ্লাইও দেয় হাজার হাজার সার্চ রেজাল্ট দেখিয়ে। হাহ হাহ হা!)।

এনিওয়ে, আমরা ওরকম করবো না। আমরা এমন কোনো কীওয়ার্ড চুজ করবো না যেটার অর্থ নেই।

৩। প্রশ্নবোধক

সাধারণত গুগলে সার্চ দেয়া কীওয়ার্ডগুলোর মধ্যে একটা প্রশ্নবোধক ব্যাপার থাকে। যেমন: 'হাউ টু চুজ "বেস্ট মোবাইল ফোন"? কিন্তু সবাই যে প্রশ্ন করে তা না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে।

এই প্রশ্নবোধক ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কীওয়ার্ড নিয়ে যদি প্রশ্ন করার মতো অপশন না থাকে গুগলে, তাহলে সেই কীওয়ার্ড সাধারণত ফিচার স্নিপেটে আসে না। বা গুগল সেটাকে জিরো পজিশনে দেয় না।

কেমন করে?

www.purepdfbook.com

সেটা নিয়ে আমরা আর্টিক্যাল সেকশনে ডিটেইলসে বলবো, ইনশাআল্লাহ।

৪। প্রয়োজনীয়

হ্যাঁ, আমাদের বাছাইকৃত কীওয়ার্ডটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় হতে হবে। মূলত যদি #২ এবং #৩ নাম্বার পয়েন্ট দু'টো আপনার কীওয়ার্ডে বিদ্যমান থাকে তাহলে #৪ নাম্বার পয়েন্ট ফুলফিল হয়ে যায়। সুতরাং এই পয়েন্ট নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

ওভারঅল, সবমিলে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন, শুরুতে আপনার কাছে এই বিষয়গুলো হয়তো একটু ভেজাল মনে হবে। কিন্তু এগুলোর দরকার আছে। কাজ করতে করতে যখন দেখবেন, এই বিষয়গুলো মাথায় গেঁথে গেছে, যখন দেখবেন, একটা কীওয়ার্ড দেখেই বিষয়গুলো আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝবেন, কীওয়ার্ড চিনতে শুরু করেছেন আপনি। আপনাকে অভিনন্দন।

www.purepdfbook.com

কিন্তু শুরুতে প্রতিটা কীওয়ার্ডের পেছনে সময় দেবেন আলাদা করে। আলাদা করে দেখবেন এই চারটা বিষয় কীওয়ার্ডে বিদ্যমান কিনা? তারপর সেটায় অন্য মেট্রিকসগুলো খুঁজে দেখেন।

অযথা হাজার হাজার কীওয়ার্ড নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। উপরের চারটা পয়েন্ট দেখার জন্য পেইড কোনো এসইও টুলস দরকার নেই। এমনিতেই পারবেন। জাস্ট আপনার কমনসেন্স দিয়ে।

আপনি জেনে অবাক হবেন, বড় বড় এসইও লিজেন্ডরাই কীওয়ার্ড টুলস দিয়ে কীওয়ার্ড রিসার্চ করেন না। জাস্ট একটা কীওয়ার্ড দেখেই প্রাথমিক এসেসমেন্ট করেন তারপর ধীরে ধীরে গুগলে ম্যানুয়ালি চেক করে শিউর হন এটা নিয়ে সামনে আগাবেন কি আগাবেন না।

আপনিও পারবেন, ইনশাআল্লাহ। জাস্ট কিছু প্রাকটিস করা দরকার নিজস্ব স্কেলে থেকে।

www.purepdfbook.com

কীওয়ার্ডের প্রকারভেদ

না, তেমন কোনো প্রকারভেদ নেই। তবে বুঝার সুবিধার্থে কীওয়ার্ডগুলোকে আমরা দু'টো পর্যায়ে ভাগ করে নেবো।

- বায়িং কীওয়ার্ড
- ইনফো বা ইনফরমেটিভ কীওয়ার্ড

চলুন এই দু'ধরনের কীওয়ার্ড নিয়ে কিছু জানা যাক।

১। বায়িং কীওয়ার্ড

কিছু কেনার জন্য যে ধরণের কীওয়ার্ড লিখে মানুষ গুগলে সার্চ করে, সেটাই বায়িং কীওয়ার্ড। এগুলো চেনার একদম সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এই কীওয়ার্ডগুলোর আগে পিছে কিছু কমন ওয়ার্ড থাকবে। অর্থাৎ বায়িং কীওয়ার্ডগুলো হবে এরকম:–

- বেস্ট + কীওয়ার্ড/ক্যাটেগরি
- টপ + কীওয়ার্ড/ক্যাটেগির

www.purepdfbook.com

- চিপ + কীওয়ার্ড/ক্যাটাগরি
- কীওয়ার্ড/ক্যাটেগরি + রিভিউ/রিভিউজ
- কীওয়ার্ড/ক্যাটেগরি + আন্ডার ৫০/১০০ ডলার
- কীওয়ার্ড/ক্যাটেগরি + ওভার ৫০/১০০ ডলার

আশা করি আস্তে আস্তে বিষয়টা আপনাদের চিন্তার মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

একটা বিষয়, বইটাতে ইচ্ছে করেই আমি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছি না। একান্ত বাধ্য না হলে করবেও না। বরং ইংরেজি শব্দটা বাংলা অক্ষরে লিখছি। বুঝতে সমস্যা হলে আমিতো আছিই। এভাবে করার একটা কারণ হলো, ইংরেজি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় প্রচলিত করা।

আপনি হয়তো জানেন, একটা ভাষায় যতোবেশি শব্দ থাকে, অর্থাৎ একটা ভাষার শব্দভাণ্ডার যতো রিচ, ঐ ভাষা ততো সমৃদ্ধ। এইক্ষেত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সবচেয়ে বড় কাজ করে গেছেন।

www.purepdfbook.com

বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় শব্দ নিয়ে এসেছেন। আমরাওতো করতে পারি।

না?

এনিওয়ে, অন্যপ্রসংগে চলে গেছি বহুদূরে। আসুন মূল প্রসঙ্গে ফিরি।

২। ইনফো কীওয়ার্ড

যখন সার্চ করা হয় মূলত জাস্ট কিছু জানার জন্য, কেনার ইচ্ছা তেমন নেই, সেই ক্ষেত্রে মানুষ যেসব কীওয়ার্ড ব্যবহার করে সেগুলোই হচ্ছে ইনফো কীওয়ার্ড। যেমন: "আইফোন সিক্সএস ক্যামেরা রেজ্যুলেশন"।

একটা নিস সাইটকে অথোরিটিভ করার জন্য ইনফো কীওয়ার্ড দিয়ে ইনফরমেটিভ আর্টিক্যাল দেয়ার বিকল্প আর নেই। এটা খুব কাজে দেয়। আপনার সাইট যতো ইনফরমেটিভ হবে, সাইটের এনগেজিং তত বাড়বে। আর সাইটের এনগেজিং

www.purepdfbook.com

যতো বাড়বে, গুগল ভাই আপনার সাইটকে ততই গুরুত্ব দিতে থাকবে।

এই-ই হলো মূল বিষয়।

তো, আশা করি কীওয়ার্ডের ধরনের এই বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি।

আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে সেগুলোর উত্তরও পেয়ে যাবেন ধীরে ধীরে। সো এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

www.purepdfbook.com

কীওয়ার্ড রিসার্চ

যতোটা পারা যায়, সংক্ষেপে আমরা কীওয়ার্ড রিসার্চের কাজটা শেখার চেষ্টা করবো। মূলত, আমি যেভাবে কাজটা করি, সেটাই আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করবো এখানে। যেহেতু আমি অলস মানুষ, তাই চেষ্টা করি সবসময় সর্বনিম্ন সময়ে, সর্বোচ্চ সহজে যেন কাজটা করা যায়।

তাহলে চলুন, দেরি না করে নেমে পড়ি মূল কাজে। উল্লেখ্য, কীওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য আমি একটা মাত্র টুলস ব্যবহার করবো।

আর সেটা হচ্ছে– কীওয়ার্ডস এভরিহোয়্যার। এটা গুগল ক্রোম ব্রাউজারের একটা এক্সটেনশন হিসেবে ইউজ করা হবে।

আপনারা যারা এটার ব্যবহার জানেন, তাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ হবে। আর যারা এটা ইউজ করেননি তাদের জন্য বলছি– এটা খুবই সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা টুলস। খুব ইজিলি এটা শিখতে

www.purepdfbook.com

পারবেন। জাস্ট উপরের লিংকে গিয়ে একটু দেখে নিলেই হবে।

যেহেতু আমরা আমাজন নিয়ে কাজ করবো তাই আমাজনের সাইটকে বেইজ ধরেই এগুবো।

আচ্ছা, আপনি কি জানেন আমাজনে কতগুলো ক্যাটেগরি আছে, কতগুলো সাব-ক্যাটেগরি আছে? কি কি ধরণের প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আমাজনে?

আচ্ছা, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি সহজ করে দিচ্ছি– প্রচলিত একটা কথা আছে, আমাজনে কি কি আছে বলা কঠিন কিন্তু কী নাই সেটা বলা সহজ। তো এবার বুঝেন, কী পরিমাণ প্রোডাক্ট ধারণ করছে আমাজন। হেন জিনিস নেই যেটা আপনি আমাজনে খুঁজে পাবেন না। অর্থাৎ আপনার প্রয়োজনীয় সবই আছে আমাজনে।

তার মানে কী দাঁড়ালো? আপনি চাইলে যেকোনো জিনিস নিয়েই কাজ করতে পারেন। এমনকি জিনিসটা আমাজনে আছে কিনা, সেটা না জেনেও শুরু করতে অসুবিধা নেই। কারণ সেটা আছেই ধরে নিন।

www.purepdfbook.com

আর আপনি যদি সেগুলো ধারণা করতে না পারেন তাহলে আমাজনের ক্যাটেগরিগুলো এখানে দেখেন। এগুলোর আন্ডারে আছে সাব-ক্যাটাগরি। এবং সাব-ক্যাটাগরির আন্ডারে আছে সাব-সাব-ক্যাটাগরি। এভাবে কত বিভাজন হয়েছে জাস্ট একটু খুঁজে দেখুন। অবাক হবেন নিশ্চিত।

ব্রেইনস্টর্মিংয়ের সময় আমাজনের ক্যাটাগরিগুলো ভালো করে দেখলে কাজটা আরও সহজে হয়। তবে ম্যানুয়ালি দেখোটাই আমি প্রেফার করবো। যেমনটা উপরে বলেছি।

যাইহোক, ক্যাটাগরিগুলো দেখে নিন বারবার করে। দেখবেন চমৎকার সব আইডিয়া পেয়ে যাবেন।

ধরে নিচ্ছি আপনি এখানে অনেক সময় দিয়েছেন। সময় দিয়ে একটা প্রোডাক্ট পেয়েছেন যেটা আপনার ভালো লেগেছে। এখন এই প্রোডাক্ট নিয়ে কেমন কাজ হয়েছে সেটা কীভাবে দেখবেন, একটু খেয়াল করুন।

www.purepdfbook.com

মনে করি আপনার বাছাইকৃত প্রোডাক্টের ক্যাটেগরি নাম:– পাউরুটি মেকার। তাহলে আপনার কীওয়ার্ড হতে পারে– বেস্ট পাউরুটি মেকার।

আপনি এখন ক্রোমে সার্চ দিন বেস্ট পাউরুটি মেকার লিখে। দেখেন আপনাকে কী দেখাচ্ছে। আপনি শুধু এখানে সার্চ ভলিউম দেখবেন। আর কিচ্ছু না।

আসুন, আমরা এনালাইসিস করি best bread maker কীওয়ার্ডটার। এটার সার্চ ভলিউম দেখাচ্ছে– ৬৬০০।

একটা ব্যাপার উল্লেখ করে নিচ্ছি। সার্চ ভলিউম কম হলে কোনো সমস্যা নেই। ঐ কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে পারবেন। শুধু শিউর হবেন, সার্চ ভলিউম আছে।

আমি এমন মার্কেটারকেও চিনি, যিনি ৫০ মান্থলি সার্চ ভলিউম কীওয়ার্ডের আর্টিক্যাল জিরো পজিশনে র‍্যাংক করে মাসে এক হাজার প্লাস ট্র্যাফিক পাচ্ছেন। এবং প্রতিমাসে ৩০০+ প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে।

www.purepdfbook.com

কীভাবে?

খুব সহজ।

একটা কীওয়ার্ড যখন র‍্যাংক করে তখন শুধু ঐ কীওয়ার্ডটাই র‍্যাংক করে না, পাশাপাশি অনেক কীওয়ার্ড র‍্যাংক করে। আর সেলের বেশিরভাগই হয় এলএসআই জাতীয় কীওয়ার্ড থেকে। অতএব বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা।

সুতরাং আপনি শুধু দেখেন সার্চ ভলিউম দেখাচ্ছে কিনা? কম বা বেশি ব্যাপার না।

যদি সার্চ ভলিউম থাকে তাহলে আমরা অন্য বিষয়ে মুভ করবো।

আপনি বেস্ট পাউরুটি মেকার + রিভিউ/রিভিউজ লিখে সার্চ দিয়ে দেখেন সার্চ ভলিউম দেখাচ্ছে কিনা? কিংবা পাউরুটি মেকার + রিভিউ/রিভিউজ কীওয়ার্ডের সার্চ ভলিউমও দেখতে ভুলবেন না।

যদি সার্চ ভলিউম থাকে, তাহলে আমরা অন্যদিকে মুভ করবো। যেহেতু আমরা বেস্ট পাউরুটি মেকার কীওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি,

www.purepdfbook.com

সুতরাং এবার আমরা ফারদার চেকিং লিস্টের দিকে যেতে পারি।

খুব বেশি কিছু আমরা চেক করবো না। খুব সহজে কীভাবে একটা কীওয়ার্ড সিলেকশন করা যায় সেটাই আমরা দেখবো।

আমি আগেই বলেছি আমি খুব অলস। সুতরাং কাজগুলো কত সহজে করা যায় সেটাই দেখবো আমরা, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম কাজ হচ্ছে– বেস্ট পাউরুটি মেকার কীওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিয়ে পাওয়া গুগলের প্রথম পৃষ্ঠার দশটা ওয়েবসাইটকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা। কি কি দেখবেন?

প্রথমেই দেখবেন সাইটের বিশেষ করে ঐ আর্টিক্যালের ভিজিটর কেমন? ভিজিটর দেখার অনেক টুলস আছে। যেকোনো একটা দেখবেন।

আলেক্সা দিয়ে দেখতে পারেন:

আলেক্সা.কম/সাইটইনফো/এক্সাপলসাইট.কম

www.purepdfbook.com

এভাবে লিখে সার্চ দিলে ঐ সাইটের তথ্যগুলো মোটামুটি দেখা যায়। কত ভিজিটর, কোন দেশ থেকে কত জন আসছে ইত্যাদি। এছাড়া সিমিলার সাইটস থেকেও দেখে নিতে পারেন।

তবে আমার কাছে রিলায়েবল মনে হয় এরেফস টুলসটাকে। এটার প্রাইস একটু বেশি তবে গ্রুপ বায় অপশন থেকে কিনে নিয়ে আপনি এই টুলসটা ইউজ করতে পারেন।

এভাবে দশটা সাইটই চেক করে দেখে নেবেন।

যদি সেই দশটা সাইটের মধ্যে কোনোটা স্বয়ং আমাজন হয়, কিংবা ইবে হয় বা এরকম বড় কোনো ইকমার্স সাইট হয়, তাহলে সেটা আর চেক করার দরকার নেই। ওটা চেক করা ছাড়াই বুঝা সম্ভব ওটাতে ট্র্যাফিক আছে। না? তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দেখে নিতে পারেন। কারণ ঐ সুনির্দিষ্ট ইউআরএল-এ অর্গানিক ট্রাফিক কতটা আছে তা জানা প্রয়োজন।

কেন?

www.purepdfbook.com

“কীওয়ার্ড রিসার্চ স্পেশাল টিপস” অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি।

এরপরে কী চেক করবেন? এরপরে যেটা চেক করবেন সেটা হচ্ছে বেস্ট পাউরুটি মেকার সার্চ দেয়ার ফলে যেসব ইউআরএল/আর্টিক্যাল ওপেন হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটা ওপেন করে দেখা কোনটার আর্টিক্যালের কী অবস্থা?

যেমন:– কত ওয়ার্ডের আর্টিক্যাল, আমাজন নিস সাইট নাকি গুগল এডসেন্স নাকি অন্যকিছু?

মানি আর্টিক্যাল হলে কতটা প্রোডাক্ট রিভিউ করেছে, ইনফরমেটিভ হলে কী পরিমাণ ইনফো দিয়েছে, লেখাটা পড়তে কেমন (গ্রামাটিক্যাল ভুল দেখার দরকার নেই), লেখার ফরমেট কেমন... ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব যত্নের সাথে সময় নিয়ে দেখবেন।

এভাবে কেন দেখবেন জানেন? এতে করে ঐ আর্টিক্যালটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়ে যাবে আপনার। পাশাপাশি কীওয়ার্ডটা দিয়ে কী

www.purepdfbook.com

ধরণের আর্টিক্যাল লেখাতে হবে, সেটাও জানতে পারবেন।

সবচেয়ে বড় লাভ হচ্ছে– যতো বেশি পরিমাণে এরকম আর্টিক্যাল দেখবেন, আপনার নিজের তত লাভ হবে। নিজের সাইট তত সুন্দর করে তৈরি করতে পারবেন।

অর্থাৎ কীওয়ার্ড বাছাই করতে করতে আপনার সাইটের অন্যান্য দিকগুলোর ব্যাপারেও ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবেন। এটাই সবচেয়ে বড় লাভ। যতো অভিজ্ঞতা, তত বেশি নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

এভাবে দেখার ফলেই আপনি বুঝে যাবেন আসলে আপনি এই কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে পারবেন কি পারবেন না।

দিনের পর দিন এভাবে চেক করে যাবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করবেন এখানে।

এটা জরুরি।

www.purepdfbook.com

ধরেন সবকিছু চেক করে দুই দিন পর গিয়ে বুঝতে পারলেন ঐ কীওয়ার্ডটা আপনার চলবে না। তার মানে কি আপনার সময় নষ্ট হলো?

এরকম একদম ভাববেন না।

কোনো লস হয়নি আপনার।

এই যে অভিজ্ঞতা হলো, সেটার মূল্যমান অনেক। এটা কোনো টিউটোরিয়াল দেখে শিখতে পারবেন না। কোনো এক্সপার্ট আপনাকে দিতে পারবে না। এটা আপনাকেই অর্জন করতে হবে।

একটা কথা আমি বারবার বলি– বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র টাকার জোরে আমাজন এফিলিয়েট নিস সাইট র‍্যাংক করানো সম্ভব নয়। সাইট র‍্যাংক করাতে হলে আপনাকে জানতে হবে।

যাইহোক, আমরা অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। সর্বশেষ চেক হচ্ছে– কীওয়ার্ডটার কমপিটিটর সাইটগুলো যদি সুবিধাজনক মনে হয়, মানে আপনার কাছে যদি

www.purepdfbook.com

মনে হয় ওদের পিক করতে পারবেন, তাহলে ঐ কীওয়ার্ডটার দু'টো বিষয় চেক করবেন।

একটা হচ্ছে "অলইনটাইটেল" এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে "অলইনইউআরএল"।

এই দু'টো বিষয় থেকে বুঝতে পারবেন এই মুহূর্তে কী পরিমাণ লোক এটা নিয়ে কাজ করছে?

আমি আপনাকে নির্দিষ্ট করে দেবো না যে ঠিক কত হলে ঐ কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা যাবে বা আর কত হলে কাজ করা যাবে না।

আপনাকে বুঝতে হলে যেটা করতে হবে তা হচ্ছে– সাইটগুলোকে এনালাইসিস করা। এনালাইসিস করে যদি আপনার কনফিডেন্ট ঠিক থাকে যে আপনি পারবেন তাহলে শুরু করুন।

অন্যথায় নতুন করে আবারও খুঁজতে শুরু করে দিন।

এভাবে যতো খুঁজবেন, ততোই লাভ।

www.purepdfbook.com

তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো মেনটরের সহযোগিতা নিতে পারেন। মেনটর বলতে, যিনি অলরেডি কাজ করেন, এরকম কাউকে কীওয়ার্ডগুলো দেখান। তিনি দেখেই বুঝতে পারবেন এগুলো নিয়ে কাজ করা যাবে কিনা?

কারণ হচ্ছে– এমন কিছু নিস আছে যেখানে সহজ কোনো কীওয়ার্ড নাই বললেই হয়। সেই নিস নিয়ে কাজ করা কঠিন।

উদাহরণ চান?

যেমন ফিশিং।

যেমন গলফ।

যেমন বাই সাইকেল।

যেমন ট্রেডমিল (অবশ্য আমি একবার তিন ডলার খরচ করে একটা সাইট বানিয়েছিলাম ট্রেডমিল নিয়ে। সেটা থেকে প্রায় তিনশ' ডলারের মতো আর্নিং হয়েছিলো। ঐটা অন্য হিসেব।)। এগুলো এখন একেবারে অনেক স্প্রেড হয়ে গেছে।

www.purepdfbook.com

আপাতত কীওয়ার্ড নিয়ে আর কিছু বলার নেই। এতোটুকুই যদি ফলো করতে পারেন, তাহলেই দেখবেন আপনার কাজ চলে যাবে।

আর আপনি যদি এখনও পর্যন্ত কোনো সাইট র‍্যাংক করাতে না পেরে থাকেন, তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে সুপার লো কমপিটিটিভ কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা।

সেলের চিন্তা মাথায় না রেখে শুধুমাত্র র‍্যাংক করার চিন্তা করুন। র‍্যাংক করাতে পারলে আপনার কনফিডেন্স বেড়ে যাবে। যেটা পরবর্তী প্রজেক্টে ভালো করার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে।

www.purepdfbook.com

কীওয়ার্ড রিসার্চ স্পেশাল টিপস

গ্রুপের ভাইদের কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি যে জন্য ইনবক্সে নক পাই, সেটা হচ্ছে– সাইট নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, কিছুতেই র‍্যাংক করাতে পারছেন না। কারণ কী?

কিংবা র‍্যাংক হওয়ার পরে আবার ডাউন হয়ে যাচ্ছে পজিশন। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উপায় অনেক আছে। সেটা কখনও খুব সহজ আবার কখনও খুব কঠিন। কিন্তু সেই দিকে এখন যাচ্ছি না। বরং আমি দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে নক পাই, সেটা নিয়ে কথা বলি।

ওয়েল, সেই বিষয়টা হচ্ছে– কীওয়ার্ড। তিনি হয়তো একটা নতুন নিস সাইট শুরু করবেন, কীওয়ার্ড রিসার্চ করে প্ল্যান দাঁড়া করিয়েছেন। এখন নক দিয়েছেন কীওয়ার্ডগুলো দেখে দেয়ার জন্য।

বেশিরভাগ সময়েই দেখি ভুল কীওয়ার্ড। তিনি আজ থেকে ৪/৫ বছর আগে যেভাবে কীওয়ার্ড সিলেক্ট

www.purepdfbook.com

করা হতো, ঐভাবে সিলেক্ট করেছেন। যা কোনোভাবেই বর্তমানে র‍্যাংক করা সম্ভব নয়। আবার র‍্যাংক করলেও সেটা ড্রপ হতে বেশি সময় লাগবে না।

কীওয়ার্ড রিসার্চে আমাদের দেশী ভাইয়েরা কমন যে ভুলগুলো করে থাকেন, তা হচ্ছে:–

- সার্চ ভলিউম বেশি
- সিঙ্গেল নিসের কীওয়ার্ড
- কমন নিস সিলেকশন (যেমন: ফিশিং বা বাই-সাইকেল)
- প্রথম পেজে ই-কমার্স সাইট না থাকা
- প্রথম পেজে দুর্বল নিস সাইট থাকা
- ... ব্লা ব্লা...

এই কমন বিষয়গুলো নিয়ে কীওয়ার্ড খোঁজে বের করার স্ট্রাটেজি অনেক অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন এভাবে কীওয়ার্ড রিসার্চ করে কাজ করা অনেক টাফ।

www.purepdfbook.com

প্রথম পেজে ২/৩টার বেশি ই-কমার্স সাইট (যেমন আমাজন বা ইবে) থাকলে সে কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা যাবে না সেটা একটা "মিথ"। আমি নিজেই সেটা প্রমাণ করেছি।

আপনাকে বলছি– প্রথম পেজে ই-কমার্স সাইট থাকা যতোটা নিরাপদ, প্রথম পেজে কোনো দুর্বল নিস সাইট থাকাটাও ততো নিরাপদ নয়।

আপনি আমার এই টিপসটা ফলো করুন:– প্রথম পেজে ই-কমার্স সাইট ২টা নাকি ৮টা, সেটা দেখার দরকার নেই। মানে হচ্ছে গিয়ে, প্রথম পেজে ই-কমার্স সাইট নাকি অথোরিটি সাইট (যেমন উইকিপিডিয়া), তাও দেখার দরকার নেই। আপনি দেখবেন সেই সাইটটা কতটা স্ট্রং। যদি সেই সাইটের পাওয়ার বেশি না থাকে (পাওয়ার বলতে বোঝাচ্ছি– কনটেন্ট, ব্যাকলিংক, অনপেজ... ইত্যাদি) তাহলে সেটাকে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই ভাই। মেইক ইট কাউন্ট!

আমাদের দেশী ভাইয়েরা কীওয়ার্ড রিসার্চে আরেকটা বড় ভুল যেটা করেন সেটা হচ্ছে– নিস

www.purepdfbook.com

হয় ফিশিং কিংবা বাই-সাইকেল নিয়ে আসেন ঘুরেফিরে।

ক্যা ভাই!

আর কোনো নিস সাইট দুনিয়ায়?

ওয়েল, আপনার দেমাগে যদি এছাড়া আর কোনো নিস না আসে তাহলে আপনি অফ থাকেন "ব্রেইনস্টর্মিং" অধ্যায়ে। আরও বেশি বেশি ব্রেইনস্টর্মিং করেন।

এসইও এক্সপার্ট অনেকের মতেই, এখনও আনটাচ অনেক অনেক নিস বাকি রয়ে গেছে এই এক আমাজন জগতেই।

সুতরাং ভাই, দয়া করে আউটডোর থেকে সরে আসেন। বিশেষ করে এই ফিশিং নিস বাদ দেন। আর কত?

অর্থাৎ কিনা বলতে চাচ্ছি, নিস সিলেকশনে যত্নবান হোন। ভালো করে, সময় নিয়ে ভাবুন।

www.purepdfbook.com

তৃতীয় যে কথাটা বলবো, তা হচ্ছে– সিঙ্গেল নিস নিয়ে স্ট্যাটিক পেজ বানিয়ে কাজ করাটাও এখন টাফ। যেমনটা ৩/৪ বছর আগে খুব পপুলার ছিলো।

একটা থাকতো মেইন কীওয়ার্ড। ওটা দিয়ে বড় আর্টিক্যাল লিখে হোমপেজে দেয়া হতো। তারপর ঐটার ভার্টিক্যাল কয়েকটা কীওয়ার্ড দিয়ে ভেতরে আরও আর্টিক্যাল দেয়া হতো। দেয়া হতো সেইম কীওয়ার্ডের প্রোডাক্ট রিভিউ এবং ইনফো আর্টিক্যাল।

এই ওয়েটা এখন আর কাজ করে না। কিংবা এভাবে কাজ করে র‍্যাংক করা একটু বেশি টাফ।

বর্তমানে যে ট্রেন্ডটা চলছে সেটা হচ্ছে– সেইম নিসের মাল্টি কীওয়ার্ড দিয়ে সাইট বানিয়ে কাজ করা। তার মানে হচ্ছে– একটা নিস সিলেক্ট করবেন, ঐ নিসের ভেতরে ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্ট আছে। ঐ রকম একাধিক প্রোডাক্ট থেকে একাধিক মানি কীওয়ার্ড সিলেক্ট করবেন। সেগুলো নিয়ে কাজ করবেন।

www.purepdfbook.com

উদাহরণ দিচ্ছি, খেয়াল করুন:– মনে করুন আপনি স্পোর্টস নিস নিয়ে কাজ করবেন। অর্থাৎ আপনার নিস হচ্ছে স্পোর্টস। তো আপনি ফুটবল, ভলিবল, টেনিস, গলফ, রাগবি, বাস্কেটবল... এরকম নিস থেকে কীওয়ার্ড সিলেক্ট করবেন।

কিংবা ধরেন আপনি সবজি নিয়ে একটা সাইট করবেন। তাহলে পটল, আলু, কপি, ধুন্দুল... ইত্যাদি আলাদা ধরনের প্রোডাক্ট থেকে আলাদা আলাদা মেইন মানি কীওয়ার্ড সিলেক্ট করবেন।

তাহলে যেটা হবে, সেটা হচ্ছে– গুগল এখন যে সিমিলারিটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটাও ঠিক থাকবে আবার ভ্যারিয়েশনও তৈরি হবে।

কীওয়ার্ড রিসার্চে আরেকটা স্পেশাল টিপস দিচ্ছি– সার্চ ভলিউম নিয়ে মাথা ঘাবাবেন না।

যদি হাই সার্চ ভলিউম কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেই হয়, যেহেতু আপনি একাধিক মেইন মানি কীওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন, তাই ২/৩টা নেন একেবারে লো সার্চ ভলিউম কীওয়ার্ড (৫০ থেকে ৩০০) আর ২/৩ টা নেন একটু বেশি সার্চ ভলিউমের কীওয়ার্ড,

www.purepdfbook.com

যেমনটা আপনার পছন্দ। তবে এভাবে করতে আমি অনুৎসাহিত করি।

সর্বশেষ আপনাকে যে ব্যাপারটা বলবো, এটা নিয়ে কথা একাধিকবার বলেছি। আবারও বলছি। এমন কীওয়ার্ড বা নিস রিসার্চ করে বের করুন, যেটা নিয়ে কাজ খুব কম হয়েছে। এক্ষেত্রে অলইনটাইটেল, অলইনইউআরএল টার্ম দু'টো কাজে লাগান।

এভাবে খুব সহজেই কীওয়ার্ড খোঁজে বের করা সম্ভব। কিন্তু সময় দরকার অনেক। এই সময়টাই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাই সময়টাকে যথাযথ কাজে লাগবেন।

হুটহাট করে কীওয়ার্ড সিলেক্ট করে ফেলবেন না। তারপর ধুমধাম করে কাজ করে ছয় মাস, এক বছর পর হা-হুতাশ করে ভাগ্যকে দোষারূপ করাটা হচ্ছে চরম ব্যর্থ মানুষের লক্ষণ।

আপনার পরিশ্রম হচ্ছে আপনার সৌভাগ্য। আপনার পরিশ্রম হচ্ছে আপনার সাফল্য। সফল মানুষের সফল ব্যাপারটা দেখার আগে সফলতার পেছনে তার যে ডেডিকেশন, পরিশ্রম, কষ্ট সেগুলো যেদিন

www.purepdfbook.com

লক্ষ্য করতে শিখবেন, আপনিও সফলতার উদাহরণ হবেন তখন। মাইন্ড ইট, ভাই!

www.purepdfbook.com

ডোমেইন এন্ড হোস্টিং

একটা নিস সাইটের জন্য ডোমেইন এবং হোস্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এখানে কোনো ভুল হলে সেটা র‍্যাংকিং-এ প্রভাব পড়ে। এই নিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আর্টিক্যাল, নোট লিখেছি গ্রুপে।

বিশেষ করে ডোমেইন নেম বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

এই নিয়ে সর্বশেষ একটা ভিডিও টিউটোরিয়ালও বানিয়েছিলাম কীভাবে নিজের নিস সাইটের জন্য ডোমেইন সিলেক্ট করবেন তা নিয়ে। আশা করি সেটা আপনি দেখেছেন।

যদি না দেখে থাকেন তাহলে এখানে দেখে নিতে পারেন: কীভাবে ডোমেইন সিলেক্ট করবেন?

এখানে আমি চেষ্টা করবো অল্প কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে লেখার জন্য। প্রথমেই কথা বলবো ডোমেইন নিয়ে।

www.purepdfbook.com

ডোমেইন: ওয়েবসাইটের যে নাম, তাকে বলে ডোমেইন। আমরা সাধারণত নিস সাইটের জন্য ডট কম ডোমেইন নিয়ে থাকি। যদিও গুগল বারবার নিশ্চিত করেছে তাদের মেট্রিকসে ডোমেইন এক্সটেনশন কোনো প্রভাব ফেলে না। এরকম নানান প্রমাণও আছে।

ডট রিভিউ ডোমেইন নিয়েও অনেকে অথোরিটি সাইট বানিয়ে সাকসেস পেয়েছে। খুঁজলেই দেখবেন ডট অরগ, ডট নেট, ডট বিজ ইত্যাদি এক্সটেনশনের ডোমেইন দিয়েও সাইট ক্রিয়েট করে কাজ করছে অনেকে।

এতে কোনো সমস্যা নেই।

তবে ব্রান্ডিং সুবিধার জন্য ডট কম ইজ দ্য বেস্ট। দেয়ার ইজ নো অল্টারনেট। তাই যদি আপনার কাঙ্খিত ডোমেইনটি ডট কম এক্সটেনশনে পাওয়া যায়, তবে সেটাই কিনুন। অন্যথায় অন্য এক্সটেনশনের নিতে পারেন। যদিও আমি সাজেস্ট করি না পারসোনালি।

www.purepdfbook.com

যাইহোক, আপনি অন্য যেকোনো এক্সটেনশন নিতে পারেন। আপত্তি নেই আমার। শুধু ডট ইনফো এক্সটেনশন দিয়ে ডোমেইন না নিতে বলি। এই ডোমেইনটাকে অনেক এক্সপার্ট স্প্যামি বলে থাকেন। চায়নিজরা নাকি এটা নিজেদের দখলে নিয়ে গেছে স্প্যাম করার জন্য।

তো, ডোমেইনের এক্সটেনশন নিয়ে আশা করি আর বলার মতো কিছু নেই। এবার আমরা অন্য দিকগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই।

আর এক্ষেত্রে সবার আগে যে বিষয়টা আসে, সেটা হচ্ছে নিউ ফ্রেশ ডোমেইন নেবেন নাকি ড্রপড ডোমেইন নাকি এজড ডোমেইন ভালো হবে?

এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক আর্টিক্যাল আছে অনলাইনে। সেগুলো দেখতে পারেন। দেখলে যে বিষয়টা হবে তা হচ্ছে– মাথা "আউলাজাউলা" হয়ে যাবে।

কেন?

খুব সহজে বলছি।

www.purepdfbook.com

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো করে বলবেন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেমন বলছি, তেমনি অন্যজন অন্যজনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন।

কারও কাছে এজড ডোমেইন ভালো। এজড ডোমেইন মানে হচ্ছে পুরাতন ডোমেইন। যেটা ৫/৭ বছর আগে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতি বছর রিনিউ করা হয়। কিংবা ওয়েবসাইটও করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন আর সেই সাইট কন্টিনিউ নয়। অকশন থেকে এরকম ডোমেইন কিনতে পাওয়া যায়।

অনেকের মতে গুগল এজড ডোমেইনকে গুরুত্ব দেয়। পজেটিভ মেট্রিকস হিসেবে কাউন্ট করে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। আমারও তাই মনে হয়। কারণ নতুন ডোমেইন নিয়ে কাজ শুরু করলে মিনিমাম ছয় মাস সময় লাগে র‍্যাংক শুরু হওয়ার জন্য।

তাছাড়া অনেকেই মনে করেন ডোমেইনের এজের কারণেই গুগল দ্বিতীয় পেজে সাইট আটকে রাখে। অর্থাৎ স্যান্ডবক্স নামের যে বিষয়টা এক্সপার্টরা বলেন সেটা নাকি ডোমেইনের বয়সের কারণেই

www.purepdfbook.com

হয়। এই বিষয়টা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। যদিও আমি নিজে কখনও স্যান্ডবক্সের সম্মুখিন হইনি। আমি সবসময় ফ্রেশ-নতুন ডোমেইন নিয়েই কাজ করে থাকি।

তাই, এইদিকগুলো বিবেচনা করে বেশিরভাগ এক্সপার্ট এজড ডোমেইন সাজেস্ট করেন।

এজড ডোমেইনের সুবিধা:

- দ্রুত র‍্যাংক হয়
- ব্যাকলিংক কম করা লাগে
- আর্নিং দ্রুত শুরু হয়

এজড ডোমেইনের অসুবিধা:

- সাইট পেনাল্টি খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- প্রাইস বেশি দিয়ে কিনতে হয়
- র‍্যাংক হওয়ার রিস্ক বেশি

www.purepdfbook.com

তো এইদিকগুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত আপনি-ই নিন আসলে আপনি এজড ডোমেইন নিয়ে কাজ করবেন কিনা?

মোটামুটি আপনি যদি ৫০০-১৫০০ ডলারের মধ্যে ডোমেইন কেনেন, ভালো মানের এজড ডোমেইন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে সাজেশন হলো, ভালোভাবে চেক করে নেবেন। সম্ভব হলে কোনো এক্সপার্টকে দেখিয়ে তারপর কিনুন।

এবার কথা বলি ড্রপড ডোমেইন নিয়ে। ড্রপড ডোমেইন আর এজড ডোমেইন সিমিলার বিষয়। মাত্র একটা পার্থক্য।

যখন একটা ডোমেইন আর রিনিউ করা না হয় সেটা পার্কিং-এ যায়। তারপর একসময় সেটা রিলিজ হয়ে যায়, মানে এভেইলবেল হয় নতুন করে কেনার জন্য। তখন কেউ চাইলে সেটা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে।

www.purepdfbook.com

অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশনের পর এটা ড্রপড হয়ে গেছে রিনিউ না করার ফলে। তাই নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

এরকম ডোমেইন নিয়েও অনেকে কাজ করে। তবে এ ধরণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, ডোমেইন অউনার ইচ্ছে করেই ডোমেইনটা রিনিউ করেনি। কারণ এটার গুরুত্ব আর নেই।

হয়তো ডোমেইনটা পেনাল্টি খেয়েছে কিংবা কোনো ব্যাকলিংক হিস্টোরি নেই... এরকম নানান কারণে বেশিরভাগ সময় ডোমেইন ড্রপড হয়। এই বিষয়টা বুঝতে না পারলে প্রবলেম।

তাই কেনার আগে অবশ্যই ডোমেইনটা ভালো করে চেক করে নিতে হবে। নয়তো পরবর্তীতে ধরা খেতে হবে নিশ্চিত।

ড্রপড ডোমেইনের সুবিধাঃ

- দ্রুত র‍্যাংক হয়
- ব্যাকলিংক কম করা লাগে

www.purepdfbook.com

- আর্নিং দ্রুত শুরু হয়
- নরমাল দামে কেনা যায়

ড্রপড ডোমেইনের অসুবিধা:

- সাইট পেনাল্টি খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- র‍্যাংক না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

ড্রপড ডোমেইন কেনার আগে অবশ্যই হিস্টোরি ভালোভাবে চেক করে নেবেন। সম্ভব হলে কোনো এক্সপার্ট দিয়ে ভেরিফাই করে নিন।

অন্যথায় পরে পস্তাতে হবে। তাই পরে পস্তানোর চেয়ে আগে পরিশ্রম করাটাই ভালো।

আর বাকি থাকে নতুন-ফ্রেশ ডোমেইন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ফ্রেশ ডোমেইন নিয়ে কাজ শুরু করতে পছন্দ করি।

www.purepdfbook.com

কেন?

এখানে লিখছি সে কথা। তবে আগেই একটা বিষয়ে সতর্ক করে নিচ্ছি। নতুন ডোমেইন কেনার আগেও ভালো করে হিস্টোরি চেক করে নেবেন। অন্যথায় সেটা পেনাল্টি খাওয়া ড্রপড ডোমেইন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অনেকেই ফ্রেশ-নতুন ডোমেইন কেনার পরও যখন সাইট র‍্যাংক করাতে পারে না তখন এই সমস্যাটা আবিষ্কার হয়। ততদিনে সাইটে এক/দেড় হাজার ডলার এবং ৪/৫ মাস সময় ইনভেস্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি নিজের পরিশ্রম ফাউ।

সুতরাং কোনো ফ্রেশ ডোমেইন পাওয়ামাত্রই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবেন না। সেটা ভালো করে যাচাই-বাছাই করে, হিস্টোরি দেখে নিয়ে কেনা উচিত।

এই বিষয়টা কিভাবে চেক করবেন সেটা উপরের ভিডিওটাতে নিশ্চয় এতোক্ষণে দেখে ফেলেছেন। তবে এখানেও সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

www.purepdfbook.com

দুইটা টুলস/সাইট ইউজ করে একটা ডোমেইন ফ্রেশ-নতুন কিনা তা চেক করা যায়।

এটা অত্যন্ত জরুরি।

হোস্টারস্ট্যাটস: এই সাইটটা ওপেন করুন। তারপর রেজিস্ট্রেশন করতে চান এরকম যেকোনো ডোমেইন সার্চ বাক্সে দিয়ে এন্টার দিন।

লিস্ট আকারে দেখাবে ডোমেইনটা আগে কখনও রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিলো কিনা? হয়ে থাকলে কতবার হয়েছিলো, কবে হয়েছিলো, কোথায় কোথায় হোস্ট করা ছিলো, কবে ড্রপড হয়েছে সবই দেখতে পাবেন তারিখ অনুযায়ী।

এই একটা সাইট থেকেই ডোমেইনটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবেন।

এখন যদি দেখেন ডোমেইনটা আগে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিলো। তখন দ্বিতীয় একটা সাইট দিয়ে ডোমেইনটা চেক করতে হবে।

www.purepdfbook.com

আর্কাইভ: এই সাইটের মাধ্যমে একটা ডোমেইন/ওয়েবসাইটের পূর্বেকার হিস্টোরি দেখা যাবে। অর্থাৎ সাইটটা আগে কেমন ছিলো, কি কি কনটেন্ট ছিলো তা দেখতে পাবেন।

অর্থাৎ আপনি যদি একটা পুরনো ডোমেইন নিয়ে কিছু সময় আর্কাইভে কাটান তাহলে ঐ ডোমেইনটার যাবতীয় তথ্য খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

www.purepdfbook.com

ডোমেইনের ধরন

একটা সময় ছিলো যখন কীওয়ার্ড যা হতো সেটাই হতো ডোমেইন নেম। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে, গুগলের আপডেটে এখন আর সেটা হবার জো নেই। যদিও এখনও অনেকেই সেভাবেই কাজ করছে।

কিন্তু এটাতে অনেক ঝুঁকি। এইদিকগুলো বিবেচনা করেই ডোমেইনের ধরণটা ঠিক করা হয়েছে এভাবে:

- এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন
- পারশিয়াল ম্যাচ ডোমেইন
- ব্রান্ডেবল ডোমেইন

আসুন এই তিনটা ধরণ সম্পর্কে অল্পকথায় জেনে নিই। তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো আসলে আমাদের কোন ধরণের ডোমেইন দরকার নিস সাইটের জন্য।

www.purepdfbook.com

এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন: আপনার কীওয়ার্ড যা, যদি তা-ই আপনার ডোমেইন হয়, তাহলে সেটা এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন বা ইএমডি।

ধরি আপনার মানি কীওয়ার্ড হচ্ছে– বেস্ট কফি মেকার।

তাহলে এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইনের ক্ষেত্রে আপনার ডোমেইন নেম হবে: BestCoffeeMaker.com. অর্থাৎ কীওয়ার্ড সেইম টু সেইম।

কিন্তু অনেক আগেই এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন ডেড হিসেবে ঘোষিত হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন?

কারণটা খুব সহজ। এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইনে কীওয়ার্ড অ্যাংকর টেক্সট ওভার অপটিমাইজ হয়। যেটার ফলে একটা সাইটকে গুগল পেনাল্টিতে ফেলে থাকে।

এইদিকগুলো বিবেচনা করে এখন আর কেউ এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন নিয়ে কাজ করে না।

www.purepdfbook.com

তবে কিছুদিন আগে গ্রুপের এক ভাই আমাকে তার একটা সাইট দেখালেন। যেটা কিনা এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেইন দিয়ে করা। সাইটের গ্রো দেখে ভালোই লাগলো। ভালোভাবেই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

জানি না কতদূর আগাতে পারবেন ঐ ভাই। তবে তিনিও এটাকে এক্সপেরিমেন্ট হিসেবেই নিয়েছেন। সুতরাং এটাকে মেইনস্ট্রিম ধরে কাজ না করতেই উৎসাহ দেবো আমি।

কেননা, গুগল এখন আসলেই অ্যাংকর টেক্সটকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অ্যাংকর টেক্সট ওভার অপটিমাইজ হওয়ায় অনেকের সাইটকেই পেনাল্টি খেতে দেখেছি। এমনকি বর্তমান সময়ে অনপেজের ক্ষেত্রেও অ্যাংকর টেক্সটকে গুরুত্ব দিচ্ছে গুগল।

পারশিয়াল ম্যাচ ডোমেইন: কীওয়ার্ডের সাথে সামঞ্জস্য পুরোপুরি নয়। পারশিয়ালভাবে মিলিয়ে যে ডোমেইন নেয়া হয়, সেটাই হচ্ছে পিএমডি বা পারশিয়াল ম্যাচ ডোমেইন।

www.purepdfbook.com

এক্ষেত্রে আপনার কীওয়ার্ড যদি হয় বেস্ট কফি মেকার তাহলে ডোমেইন হতে পারে কফি মেকার বক্স ডট কম বা বস কফি মেকার ডট কম বা বায় কফি মেকার ডট কম... এইরকম কিছু।

পারশিয়াল ম্যাচ ডোমেইন নিয়ে কাজ এখনও হয়। তবে এটাও গুগলের দৃষ্টিতে ভালো কিছু নয় বলে আমি অনুৎসাহিত করি পিএমডি নিয়ে কাজ করার জন্য।

ইএমডি এবং পিএমডি'র যুগ ওভার হয়ে গেছে। আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা জিরো। এই দুই ধরনের ডোমেইন নিয়ে যখন কাজ করা হতো, তখন বেশিরভাগ নিস সাইট-ই হতো সিঙ্গেল প্রোডাক্ট নিয়ে। আর সাইটের হোমপেজ হতো স্ট্যাটিক। যেটা বর্তমানে একদম নিষিদ্ধ বলা যায়।

গুগল কনটেন্টকে বেশি করে গুরুত্ব দেয়ার কারণে এবং গুগলের বেশিরভাগ আপডেট এই সংক্রান্ত হওয়ায় স্ট্যাটিক পেজ নিয়ে কাজ করা খুব রিস্কি।

www.purepdfbook.com

তাছাড়া গুগল এখন সিঙ্গেল প্রোডাক্ট নিস সাইট থেকে অথোরিটি নিস সাইটের গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি দিয়ে থাকে।

তাই এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কাজ করা উচিত। সুতরাং এতোক্ষণের আলাপে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে, ইএমডি এবং পিএমডি নিয়ে কাজ করা মোটেও উচিত হবে না।

তাহলে বাকী থাকলো তৃতীয় ধরনের ডোমেইন। সেটা নিয়েই এখন কথা বলা যাক।

ব্রান্ডেবল ডোমেইন: এক্সপার্টদের মতে, ব্রান্ডের গুরুত্ব অপরিসিম। একটা ব্রান্ড যখন একটা ডোমেইন দিয়ে ঠিকভাবে এস্টাব্লিশড করা যায়, তখন সেটা যথার্থই অথোরিটি অর্জন করেছে ধরে নেয়া যায়।

আর বর্তমান সময়ে গুগল একটা সাইটের অথোরিটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

www.purepdfbook.com

সুতরাং এসব চিন্তা করে ব্রান্ডেবল ডোমেইন-ই একমাত্র সলিউশন বর্তমান সময়ে।

তাই কীভাবে সহজে ব্রান্ডেবল ডোমেইন নেয়া যায় সেই সম্পর্কে দুই/চার কথা বলা যাক বরং।

ব্রান্ডেবল ডোমেইন নেয়ার একটা মজার ব্যাপার আছে। আপনি যে নিস নিয়ে কাজ করবেন সেই নিসের উপর ডিপেন্ড করেই আপনি ডোমেইনটা কিনতে পারবেন।

সুতরাং যখনই আপনি আপনার নিস সিলেক্ট করে ফেলবেন, কীওয়ার্ড এবং কমপিটিটর বাছাই করার আগেই আমি বলবো ডোমেইন এবং হোস্টিং কিনে ফেলুন। এতে করে ডোমেইনের এজ বাড়তে থাকে।

ব্রান্ডেবল ডোমেইন কেনার সহজ কিছু টিপস খেয়াল করুন এখানে:

আপনার নিস যদি হয় আউটডোরের স্পোর্টস, তাহলে আপনার ডোমেইন নেম এরকম হতে পারে:–

www.purepdfbook.com

- স্পোর্টসম্যাক্স.কম
- স্পোর্টসবক্স.কম
- স্পোর্টসস্পেস.কম
- স্পোর্টসম্যানিয়াক.কম
- স্পোর্টসরেইড.কম

একটা বিষয় খেয়াল করলে সহজে বুঝতে পারবেন যে, এখানে আমি প্রতিটা ডোমেইনের দু'টো অংশ চুজ করেছি। আপনি চাইলে তিনটা বা চারটা অংশও চুজ করতে পারেন।

তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডোমেইনের দু'টো অংশ চুজ করি। এটা বেশ মেমোরেবল, সুইটেবল এবং শ্রুতিমধুর।

আর তাছাড়া যেহেতু এক শব্দের ডোমেইন এখন আর পাওয়া-ই যায় না, তাই দুই শব্দ। একটু ট্রাই করলেই দুই শব্দের ডোমেইন যথেষ্টই মেলে।

ব্রান্ডেবল ডোমেইন হলো আপনার নিসের কাছাকাছি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা নাম। আপনার

www.purepdfbook.com

নিস যদি হয় হোম, তাহলে হোমের সাথে মিল রেখে ডোমেইন নেম চুজ করতে পারেন। যেমন:–

- হোমবক্স.কম
- হোমহেড.কম
- হেক্সাহোম.কম

এরকম কমন কিছু নাম একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। ফ্রেশ এবং নতুন ডোমেইন খোঁজার ক্ষেত্রেও আপনাকে ডোমেইনটা চেক করে নিতে হবে।

এই যেমন হোস্টারস্ট্যাটস.কম দিয়ে ডোমেইনের হিস্টোরি এবং আর্কাইভ.অরগ দিয়ে ওয়েবসাইটের হিস্টোরি।

এই দুইটা বিষয় ঠিক থাকলে নিশ্চিন্তে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারেন।

তবে অবশ্যই একটা অর্থবোধক নাম নেবেন। অর্থহীন নামের ডোমেইন অনেক সময় অর্থহীন-ই হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এখানেও একটু সময় দেয়াটা জরুরি।

www.purepdfbook.com

আরেকটা বিষয় মানতে পারলে ভালো:– পনেরো ক্যারেক্টারের মধ্যে ডোমেইন কেনা গেলে সেটা ভালো হয়। চেষ্টা করবেন ডোমেইন নেম যতোটা সম্ভব শর্ট যেন রাখা যায়।

www.purepdfbook.com

হোস্টিং

অনেকের মতে হোস্টিং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এটা বেশ প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। হোস্টিংয়ের কারণে সাইট পেনাল্টি খাওয়ার রেকর্ড আছে।

সুতরাং এখানে অবহেলার কারণ নেই। তবে হোস্টিং নিয়ে খুব একটা ভাবারও কিছু নেই।

ভালো হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইডার দেখে হোস্টিং নিয়ে নিলেই হয়। এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বলার চেষ্টা করছি।

ধরন: শুরুতে আপনার নিস সাইটের জন্য শেয়ার্ড হোস্টিং-ই যথেষ্ট। ভিপিএস বা ডেডিকেটেড সার্ভার দরকার নেই। যদি পরবর্তীতে আপনার সাইট ভালো কিছু হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর্নিং অনুযায়ী মুভ করতে পারবেন যেকোনো সময়।

সুতরাং শুরুতে শেয়ার্ড হোস্টিং দিয়েই সাইট বিল্ড করবেন এতে কোনো হেজিটেশনের দরকার নেই।

www.purepdfbook.com

স্পেস: একটা নিস সাইটের জন্য কতটুকু স্পেস লাগে? যদি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাইট করেন তাহলে ৩০০-৪০০ মেগাবাইট যথেষ্ট। তবে নিরাপদ থাকার জন্য এক হাজার মেগাবাইট বা এক জিবি হোস্টিং স্পেস যথেষ্ট।

ডাটা ট্রান্সফার বা ব্যান্ডউইডথ: ১০ থেকে ২০ জিবি ট্রান্সফার ক্যাপাবল হলেই যথেষ্ট।

ডিস্ক টাইপ: এখন এসএসডি টাইপ ডিস্ক বেশি পপুলার সাইটের স্পীড এটার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখে নেবেন আপনি যেখান থেকে হোস্টিং নিচ্ছেন সেটা এসএসডি কিনা।

তবে বর্তমানে কিছু প্রোভাইডার অত্যাধুনিক এনভিএমই ডিস্ক দিয়ে শেয়ার্ড হোস্টিং সার্ভিস দিয়ে থাকে। ওরকম যদি পান সেটা আরও ভালো। তবে ম্যান্ডাটরি নয়।

ফ্রি এসএসএল: গুগল প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে যে, এসএসএল এখন একটা এসইও ফ্যাক্টর। সুতরাং আপনার সাইটে এসএসএল থাকাটা

www.purepdfbook.com

জরুরি। বেশিরভাগ হোস্টিং প্রোভাইডার হোস্টিংয়ের সাথে এসএসএল ফ্রি প্রোভাইড করে।

সুতরাং আপনি এটা দেখে নিতে পারেন যে আপনার প্যাকেজের সাথে এসএসএল আছে কিনা? সবচেয়ে ভালো হয় অটো ইনস্টলার সিস্টেম থাকলে।

ম্যানুয়ালি এসএসএল সেটাপে ঝামেলা থেকেই যায়। ব্রাউজার পারফেক্টলি সাপোর্ট করে না।

এইতো, এগুলো কমন বিষয়। এছাড়াও লাইটস্পিড সার্ভার হলে ভালো। অটো ইনস্টলার প্রায় সব হোস্টিংয়েই থাকে। তারপরও দেখে নেয়া ভালো।

আরও দেখতে পারেন তাদের রিভিউ, হিস্টোরি।

তবে হোস্টিং চুজ করার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে– আপনার কমপিটিটর কোথায় হোস্ট করা আছে সেটা দেখুন।

একটা বিষয় অবশ্য ভুলে গেলে হবে না:– সাইটের স্পীড শুধুমাত্র হোস্টিংয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আপনার সাইট কিভাবে আপনি অপটিমাইজ করছেন সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর।

www.purepdfbook.com

কনটেন্ট ক্রিয়েশন

ডোমেইন এবং হোস্টিং কেনা হয়ে গেলে এবার আপনার দরকার কনটেন্ট। কনটেন্ট মানে শুধু আর্টিক্যাল নয়।

মনে রাখবেন, একটা ওয়েবসাইটে অনেক রকম কনটেন্ট লাগে। আর্টিক্যাল তার মধ্যে একটা। তাহলে একটা ওয়েবসাইটে কি কি কনটেন্ট লাগে।

- আর্টিক্যাল/টেক্সট
- অডিও
- ভিডিও
- ইমেজ

আর্টিক্যাল/টেক্সট: একটা নিস সাইটের অতি প্রয়োজনীয়, অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে আর্টিক্যাল। যদি কোনো সাইটের আর্টিক্যাল ভালো না হয়, তাহলে সেই সাইট র‍্যাংক করানো প্রায়

www.purepdfbook.com

অসম্ভব। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আর্টিক্যাল কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আর্টিক্যালের ধরণ, স্ট্রাকচার, রকমফের ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবো।

একটা সাইটে তিন রকম আর্টিক্যাল থাকে। যথা:–

- মানি আর্টিক্যাল
- ইনফো আর্টিক্যাল
- রিভিউ আর্টিক্যাল

ধরণ দেখেই বুঝতে পারছেন কোন রকমের আর্টিক্যাল কী ধরণের কাজে লাগে। সুতরাং এই বিষয়ে আর কথা না বলি। আমরা এখন লেখায় এই তিনরকম আর্টিক্যালকে দুইভাবে ব্যবহার করবো। যেমন:–

- মানি + রিভিউ
- ইনফো

www.purepdfbook.com

অর্থাৎ আমি ব্যক্তিগতভাবে নিস সাইটে প্রোডাক্টের আলাদা রিভিউ আর্টিক্যাল পছন্দ করি না। এটা অনেক ক্ষেত্রে কনফিউশন তৈরি করে। আবার ডুপ্লিকেট হিসেবেও ধরা দেয়।

কীভাবে?

আপনি একটা মানি আর্টিক্যালে যেসব প্রোডাক্টের রিভিউ লিখলেন, সেগুলো যখন আলাদা আলাদা করে রিভিউ দেবেন তখন গুগল সেটাকে ডুপ্লিকেট কাউন্ট করতে পারে।

আর,

যদি মানি আর্টিক্যালের প্রোডাক্টগুলো ছাড়া অন্য প্রোডাক্টের রিভিউ সাইটে দেন, তখন অডিয়েন্স কনফিউশনে পড়ে যেতে পারে যে আসলে কোন প্রোডাক্টটা ভালো সেটা ভেবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন।

তাই এসব দিক বিবেচনা করে আমি আমার কোনো মানি সাইটে সিঙ্গেল প্রোডাক্টের রিভিউ দিই না। প্রোডাক্ট রিভিউ সব মানি আর্টিক্যালে যা থাকে

www.purepdfbook.com

তাতেই আমার চলে যায়। সাইট র‍্যাংক হচ্ছে এবং সেলও পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ।

আর ইনফো আর্টিক্যাল নিয়ে বিস্তারিত কী বলবো? আমি সবসময় প্রেফার করি ১:৩ অনুপাতে মানি এবং ইনফো আর্টিক্যাল সাইটে দেয়ার জন্য। অর্থাৎ একটা মানি আর্টিক্যাল সাইটে দিলে তিনটা ইনফো আর্টিক্যাল থাকবে সাইটে।

মানি আর্টিক্যালের স্ট্রাকচার: বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটু ভালো করে লেখাটায় মনোযোগ দিন।

মানি আর্টিক্যালের পাঁচটা অংশ করে নিই আমি। এটাই আর্টিক্যালের স্ট্রাকচার। পাঁচটা হচ্ছে:–

- ইনট্রোসহ একটা চুম্বকীয় স্টার্টাপ
- একটা সংক্ষিপ্ত তথ্যমূলক টেবিল
- একটা বিস্তারিত তথ্যবহুল বায়িং গাইড
- ৫ থেকে ১০টা প্রোডাক্টের রিভিউ
- একটা ভার্ডিক্ট বা সামারি

www.purepdfbook.com

আর্টিক্যালের প্রথম ১৫০-২০০ শব্দের ভূমিকা হতে হবে অনেক আকর্ষণীয়। যেন অডিয়েন্স পেজে এসে এই অংশটুকু পড়েই বাকিটুকু পড়ার প্রতি এট্রাক্ট বোধ করে। এই অংশটুকু যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে বাউন্স রেট অনেক বেড়ে যায়।

যদিও নিস সাইটের বাউন্স রেট গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এটা যেন কম থাকে তার দরকার আছে।

তারপর একটা টেবিল। টেবিলের অবস্থান প্রোডাক্ট রিভিউর আগেও হতে পারে। এটার অবস্থান চেঞ্জ করে করে দেখতে হয় আসলে কোন জায়গায় এটা বেশি স্যুট করে।

কিন্তু অবস্থান যাই হোক, এটা হতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ঠাসা। যেন এই টেবিলটা থেকেই বায়ার খুব সহজেই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যায়।

উল্লেখ্য, টেবিলের কনভার্সন রেট অনেক বেশি হয় সবসময়েই। সুতরাং সেভাবেই সেটা তৈরি করতে হবে।

www.purepdfbook.com

এই টেবিল কোনো রাইটারের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই তৈরি করতে পারলে ভালো।

তারপরে আসছে একটা বায়িং গাইড। বায়িং গাইডটা যদি রিসার্চ করে লেখা হয়, তাহলে সেটাই গুগলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। আর গুগলের চোখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়ার অর্থ হচ্ছে ঐ সাইটের আর কোনো চিন্তা নেই।

আর একজন রাইটারের জন্য এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং অধ্যায়। এই অংশটার জন্য আর্টিক্যাল ইনস্ট্রাকশন অতি যত্ন সহকারে রাইটারকে তৈরি করে দেবেন। যেনম ইনস্ট্রাকশন ফলো করেই সে লিখতে পারে।

আর যদি নিজেই আর্টিক্যাল লিখতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই। আপনার কমপিটিটরদের দেখে দেখে সম্পূর্ণ ইউনিক একটা বায়িং গাইড তৈরি করুন। এটা আপনার সাইটকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে যাবে নিশ্চিত থাকুন।

www.purepdfbook.com

একটা মানি আর্টিক্যালে আর থাকে প্রোডাক্ট রিভিউ অংশ। প্রোডাক্ট রিভিউটাকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করে নেবেন এভাবে:–

- বেনিফিট অব দ্য প্রোডাক্ট
- প্রজ এন্ড কনস
- ভারডিক্ট/কনক্লোশন/সামারি

ভাগটা দেখেই আশা করি বুঝতে পারছেন সেখানে কি থাকবে। তো এটাকে ফলো করেন।

সবশেষে থাকবে একটা সামারি– পুরো আর্টিক্যালটাকে নিয়ে। এই সামারিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সরাসরি প্রোডাক্ট কিনতে বলবেন না।

বরং লজিক দিয়ে, অল্প কথায় অডিয়েন্সকে বোঝানোর চেষ্টা করুন আসলে কোন্ প্রোডাক্টটাকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেটাই যথেষ্ট।

www.purepdfbook.com

কনটেন্টের অধীনে আরও যা থাকছে, সেগুলো হচ্ছে এই– অডিও, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আপনি যদি পারেন কোনো এক্সপার্টের অডিও সাক্ষাৎকার মানি আর্টিক্যালে এড করতে পারেন।

আর আছে ভিডিও। সহজ সমাধান ইউটিউব। রিলেটেড কীওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিয়ে ইউটিউব ভিডিও এমবেডেড করে নিন।

তবে যদি সম্ভব হয় তাহলে নিজেই ভিডিও তৈরি করুন, সেটা ইউটিউবে আপলোড করে আর্টিক্যালে এড করুন। বেস্ট অপশন।

আর হচ্ছে ইমেজ। কনটেন্টের একটা বড় অধ্যায় হচ্ছে ইমেজ। ভালো হয় যদি পেইড ইমেজ ইউজ করতে পারেন। সেজন্য সাটারস্টক এবং ডিপোজিটফটোজ হচ্ছে বেস্ট অপশন।

এছাড়া ফ্রিইমেজেস.কম, পিক্সাবে.কম থেকে ফ্রি ইমেজ নিয়ে সাইটে ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো কপিরাইট মুক্ত ইমেজ সরবরাহ করে।

আর্টিক্যালের ব্যাপারে আরও দুয়েকটি কথা:

www.purepdfbook.com

আর্টিক্যালের লেংথ কত হবে?

এটা ডিপেন্ড করে আপনার কমপিটিটরের উপর। কমপিটিটর ইজি হলে দেড় থেকে দুই হাজার শব্দে মানি আর্টিক্যাল হতে পারে।

ম্যাক্সিমাম ৪ থেকে ৫ হাজার শব্দ। এর বেশি আমি ইউজ করিনি আমার কোনো সাইটে।

ইনফো আর্টিক্যালে ৫০০ শব্দ থেকে শুরু করে ৮৫০ শব্দ ইজ এনাফ। একটা সিঙ্গেল ইনফরমেটিভ আর্টিক্যালে এরচেয়ে বেশি তথ্য দরকার হয় বলে আমার জানা নেই। সুতরাং এটাই যথেষ্ট।

আর্টিক্যালে অযথা ইমেজ ব্যবহার করে ডিজাইন অত্যধিক ভয়ংকর না করাই ভালো। বেশি ভালো করতে গিয়ে সাইটের স্পীডে বারোটা বাজানো কোনোভাবেই ঠিক নয়।

www.purepdfbook.com

থিম এবং প্লাগিনস

একটা নিস সাইটের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি আমরা। অত্যন্ত জরুরি।

থিম এবং প্লাগিনের ব্যাপারে কিছু মিথ চালু আছে। যেমন পেইড থিম এবং প্লাগিন না হলে সাইটের র‍্যাংকে প্রভাব পড়ে।

এটা একদম ডাহা মিথ্যা কথা। আমি একজনকে জানি যিনি নিস সাইটে ফ্রি থিম ব্যবহার করেন এবং মাসে তিন হাজার ডলার প্লাস ইনকাম করেন।

এখন আপনি হয়তো বলবেন, যিনি তিন হাজার ডলার প্লাস মাসে ইনকাম করেন তিনি কেন পেইড থিম ব্যবহার করেন না?

উনার কথা হচ্ছে– অযথা কেন পয়সা খরচ করবো? আর আমার ফ্রি থিমেই যেহেতু সাইট র‍্যাংক হচ্ছে– অযথা সেটাপ পাল্টিয়ে কেন রিস্ক নিতে যাবো?

যেই সেটাপে একটা সাইট র‍্যাংক হচ্ছে, সেই সেটাপেই তিনি অন্য সাইট বানিয়ে যাচ্ছেন এবং

www.purepdfbook.com

আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটাই ভালো করতেছে। তো আপনি এক্ষেত্রে কী বলবেন?

আমিতো বলবো, যারা পেইড থিম গ্রুপ বায় করেন তারা একটা অপরাধ করছেন। তারচেয়ে ফ্রি থিম নিয়ে কাজ করা ভালো।

কী মনে হয় আপনার?

আর যদি বাজেট থাকে, তাহলে একটা পেইড থিম কিনে নিতে পারেন। কেউ বাধা দিচ্ছে না আপনাকে। আর ফ্রি মানেই মন্দ আর পেইড মানেই ভালো তাও নয়।

আমার তো বরং মনে হয় কিছু কিছু পেইড থিম অনেক ভারি। লোডিং-এ অনেক সময় নেয়। তারচেয়ে ফ্রি থিমগুলো অনেক লাইটওয়েট। দ্রুত লোড হয়।

আর দ্রুত লোড একটা সাইটের জন্য কত বড় আশির্বাদ তা তো বুঝতেই পারছেন।

www.purepdfbook.com

ঠিক একইভাবে পেইড প্লাগিনসেরও কোনো দরকার নেই। ফ্রি প্লাগিনস যথেষ্ট আছে। সেগুলো ইউজ করাই বেস্ট।

আমি একটা সময়ে দুয়েকটা পেইড প্লাগিনস আমার সাইটে ইউজ করেছিলাম। খুব বেশি সুবিধা পেয়েছি বলতে পারছি না।

বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইটের জন্য নেগেটিভ হয়েছে বলে আমার মনে হয়। যেমন রকেট প্লাগিনটা নিয়ে আমি সেটিসফাইড নই।

আমার মনে হয়েছে এটা একটা সাইটকে প্রাইমারিলিভাবে স্পীডাপ করে কিন্তু আস্তে আস্তে সাইট লোডিং সময় বাড়িয়ে দেয়।

আমি তিনটার লাইসেন্স প্যাকেজ কিনে আমার দুইটা সাইটে ইউজ করেছিলাম। কিন্তু খুব বেশি সুবিধা হয়েছে মনে হয় না। আমি ডিজ্যাবল করে দিয়েছি।

www.purepdfbook.com

তারপর ধরেন ইয়োস্ট প্লাগিনের পেইড ভার্সন কিনেও বেশি কিছু পেয়েছি বলতে পারছি না। তাই আর রিনিউ করা হয়নি।

বর্তমানে আমার বেশিরভাগ সাইটে ইয়োস্ট এসইও প্লাগিনের ফ্রিটাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

যাইহোক, আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলাম। এবার থিম এবং প্লাগিনের একটা লিস্ট দেয়া যাক আপনাদের যেটা থেকে আপনার নিস সাইটে কি কি প্লাগিন এবং কোন থিম দেবেন সেটা বুঝতে পারবেন সহজে।

www.purepdfbook.com

থিম

কোন্ থিম নিস সাইটে ভালো হবে সেটা নিয়ে প্রায় নিয়মিতই গ্রুপ/কমিউনিটিতে প্রশ্ন আসে। কেউ কেউ পোল রান করেন কোন্ থিম ভালো সেটা জানার জন্য।

অনলাইন জগৎ ঘেটে এবং আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এখানে মাত্র দু'টো থিমের নাম দিচ্ছি:–

- জেনারেট প্রেস (ফ্রি এবং পেইড)
- জেনেসিস + চাইল্ড থিম (পেইড)

ব্যস, এই দু'টো থিমের যেকোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন। থিম নিয়ে অযথা ক্যাচালের কিছু নেই। ব্যাপারটা সহজ করে দিতেই আমি মাত্র দু'টো থিম সাজেস্ট করলাম।

আপনি চাইলে অন্য থিমও ইউজ করতে পারেন। ফ্রি থিম দিয়ে কাজ করাই বেস্ট। তবে বাজেট থাকলে লাইটওয়েট পেইড থিম নেয়া যেতে পারে।

www.purepdfbook.com

প্লাগিনস

আর এখন দিচ্ছি এখানে প্লাগিনের লিস্ট। উল্লেখ্য, প্লাগিন সাইটে যতো কম ইউজ করা যায়, ততোই ভালো।

- ইয়োস্ট এসইও
- কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন
- হামিংবার্ড
- লগিনাইজার
- নিনজা টেবিলস / টেবিলপ্রেস
- শর্টকোডস আল্টিমেট
- স্মাশ

প্রতিটা প্লাগিনের নাম দিয়ে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। এখানের সবগুলো প্লাগিনই ফ্রিতে পাওয়া যায়। কমন প্লাগিন এগুলো। তবে দুয়েকটা হয়তো অপরিচিত লাগছে। সেগুলো সম্পর্কে বলে দিচ্ছি।

www.purepdfbook.com

সাইটের স্পীড বাড়ানোর জন্য আমি তেমন কোনো প্লাগিন ব্যবহার করি না। তবে যদি ইউজ করতেই হয় তাহলে হামিংবার্ড ব্যবহার করি।

আর স্মাশ ব্যবহার করি ইমেজ কমপ্রেশনের জন্য। লগিনাইজার প্লাগিনটা সাইটের সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে ব্যবহার করি।

আর অন্যান্য প্লাগিনগুলোর সাথে আপনি পরিচিত হওয়ার কথা।

এইতো থিম আর প্লাগিন। সিম্পল এবং লাইট ওয়েট। এটাই বেস্ট সলিউশন আমার মতে।

www.purepdfbook.com

নিস সাইট ডেভেলপমেন্ট

আপনার এই মুহূর্তে ডোমেইন এবং হোস্টিং রেডি। আর্টিক্যাল পেয়ে গেছেন? না পেলেও সমস্যা নেই। থিম এবং প্লাগিন লিস্টও আছে। সুতরাং আর্টিক্যাল আসতে থাকুক। আপনি সাইট ডিজাইন করে ফেলুন। কাজ এগিয়ে যাবে।

আপনি যদি ডোমেইন এবং হোস্টিং একই জায়গা থেকে কিনে থাকেন তাহলে ডোমেইনে বা হোস্টিং-এ কোনো রকম সেটাপের দরকার নেই। জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস ইনস্টল করে নিন।

ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল নিয়ে একটা সহজ ভিডিও টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলাম আপনাদের জন্য। দেখে নিন এখানে: ওয়ার্ডপ্রেস সহজ ইনস্টল।

এই টিউটোরিয়াল দেখে সর্বোচ্চ ৫ মিনিট লাগবে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে সাইট প্রাইমারি সেটাপ করতে।

www.purepdfbook.com

আমার মনে হয় সাইট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বিস্তারিত লেখার কিছু নেই। আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেসের বেসিক ব্যাপারগুলো জানেন তাহলে নিজের সাইট নিজেই সেটাপ করে ডেভেলপমেন্টের সবকিছু কমপ্লিট করতে পারেন।

আস্তে আস্তে করেন কাজ। অসুবিধা কী? তবে খেয়াল রাখবেন, সাইটে অপ্রয়োজনীয় প্লাগিন ইনস্টল করবেন না। আনট্রাস্টেড থিম কিংবা প্লাগিন ইনস্টল করা থেকে বিরত থাকুন।

সাইটের ইউজার নেম এডমিন বা সহজ কিছু দেবেন না। ইউজার নেম আনকমন দেবেন এবং পাসওয়ার্ড যথেষ্ট স্ট্রং দেবেন।

থিম এবং প্লাগিন সবসময় আপ-টু-ডেট রাখবেন। শুধুমাত্র হোস্টিংয়ের কারণেই সাইট স্লো হয় না। সাইট হ্যাক হওয়া বা সাইট স্লো হওয়ার জন্য এসব অনেকাংশে দায়ী।

সুতরাং এই বিষয়গুলোর দিকে সবসময় নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি। সাইটকে অযথা হম্বিতম্বি ডিজাইন করে ভেজালে ফালানোর কিছু নেই। ভেজাল মানে

www.purepdfbook.com

ভেজাল! গুগল ভাই আপনার সাইট জাহান্নামে পাঠানোর জন্য সবসময়ই মরিয়া হয়ে থাকে। তাকে কোনো সুযোগ দেবেন না।

সিম্পল ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন। তাই সবসময়ে সিম্পল ডিজাইন রাখেন।

যাকে বলে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। তবে গর্জিয়াস করতে গিয়ে একেবারে মারদাঙ্গা করে ফেলবেন না। সাইটের স্পীডে প্রভাব পড়বে।

www.purepdfbook.com

কনটেন্ট পাবলিশ এবং অনপেজ সেটাপ

ওয়েল, আপনার সাইট ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট। নিশ্চয় এতোদিনে আর্টিক্যালও পেয়ে গেছেন। আর তাই এখন কনটেন্টের অন্যান্য বিষয়গুলো জোগাড় করে নিয়ে পাবলিশ করার জন্য রেডি আপনি। সেই সাথে অনপেজ সেটাপটাও করে নিতে হবে।

অর্থাৎ যখন আর্টিক্যাল সাইটে পাবলিশ করবেন, সেই সাথে ইয়োস্ট সেটাপ করে নেয়া হবে। খুব ইজি ব্যাপার। একটু খেয়াল করলেই ভালো।

আর্টিক্যাল অধ্যায়ে যেভাবে আর্টিক্যাল ভাগ ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো সেভাবেই আর্টিক্যাল সাইটে পাবলিশ করবেন। এখানে শুধু স্ট্রাকচার সেটাপের বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো।

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে যখন একটা আর্টিক্যাল পাবলিশ করা হয় সেটার টাইটেল অটোমেটিক এইচওয়ান হিসেবে গণ্য করা হয়।

www.purepdfbook.com

সুতরাং আমরা আর্টিক্যালের ভেতরে এইচটু ট্যাগ দিয়ে সাজানো শুরু করবো। সেই সাথে "শর্টকোডস আল্টিমেট" প্লাগিনের সাহায্যে কিছু শর্টকোড ইউজ করে আর্টিক্যালটা সাজিয়ে নিতে পারি। যেমন প্রজ এন্ড কনস এবং সেই সাথে মাঝে মাঝে কিছু নোট হাইলাইটস করে দিতে পারি।

আর টাইটেলগুলো সাজাতে হবে এভাবে:

বায়িং গাইড, বেস্ট + ক্যাটাগরি বা মেইন কীওয়ার্ড, সর্বশেষ ভারডিক্ট বা কনক্লোশন... এগুলো হবে এইচটু ট্যাগে।

আর যতোগুলো প্রোডাক্ট নাম থাকবে, সেগুলোও এইচটু-তে দেয়া যায়। অবশ্য এইচথ্রিও দিতে পারেন।

একটা বিষয় মাথায় রাখবেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস: এইচটু ট্যাগ ব্যবহারের পর এইচথ্রি ব্যবহার করতে হবে। তেমনি এইচথ্রি যেখানে ব্যবহার করবেন তারপরে ব্যবহার করবেন এইচফোর।

www.purepdfbook.com

অর্থাৎ এইচটু ব্যবহার করার পরে কখনও এইচফোর বা এইচফাইভ ট্যাগ ব্যবহার করবেন না। এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল হিসেবে গণ্য হয়। গুগল বট হোচট খায়।

ধরুন আপনি একটা বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন বা নামছেন। তো আপনি একটা সিড়ি বাদ দিয়ে পরেরটাতে যেতে পারবেন?

ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই। সুতরাং এই বিষয়টা বুঝতে পারলে আর সমস্যা হয় না।

ইয়োস্ট প্লাগিন সেটাপের ক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখবেন: টাইটেল শর্ট দেবেন। বড় টাইটেল আর্টিক্যালেরটা হোক। কিন্তু ইয়োস্টের এখানে যতো শর্ট করা যায় ততোই ভালো।

আর মেটা ডেসক্রিপশনের এখানে ১৪০-১৫০ ক্যারেকটারের বেশি দেবেন না। মেটাতে সম্ভব হলে কীওয়ার্ড ইউজ করেন। কিংবা লেখাটা এমনভাবে সাজান যেন কীওয়ার্ডের ওয়ার্ডগুলো এখানে থাকে। আলাদা আলাদাভাবে হলেও।

www.purepdfbook.com

যদিও ইদানিং গুগল মেটা ডেসক্রিপশন নিজের মতো করে পুল করে। তারপরও আপনি আপনার মতো দেবেন। অনেক সময় ওটাই নেয়। কিন্তু নিক আর না নিক, আপনি আপনার কাজটা করবেন।

আর মেইন কীওয়ার্ড তো অবশ্যই দেবেন ইয়োস্টের সেটাপে। এই তিনটা বিষয় ঠিক করে দিতে পারলেই ধরে নেবেন আপনার ইয়োস্ট সেটাপ ওকে।

আর আর্টিক্যালের ভেতরে এইচ ট্যাগ যদি পারফেক্টভাবে সাজাতে পারেন, ধরে নিন অনপেজ নিয়ে আর ভাবতে হবে না। বিশেষ করে এইচ ট্যাগের ক্রমান্বয়টা মেনে চলতে পারলে অনেক উপকার হয়।

আর্টিক্যালে কখনও বড় কোনো প্যারা ব্যবহার করবেন না।

রাইটার যদি বড় বড় প্যারাগ্রাফ দিয়ে আর্টিক্যাল লিখে, তাহলে তাকে নির্দেশ দিন ছোট ছোট প্যারা করে দিতে। কিংবা নিজেই পড়ে পড়ে ঠিক করে নিন।

www.purepdfbook.com

৪-৭ লাইনের বেশি রাখবেন না একটা প্যারাগ্রাফে। গুগল ফন্ট ইউজ করবেন। ফন্ট সাইট ১৪-১৭ পয়েন্ট দেবেন। লাইন হাইট ফন্ট সাইজ থেকে ৩-৫ বেশি দেবেন। অর্থাৎ ফন্ট সাইজ ১৪ হলে লাইন হাইট ১৭ থেকে ১৯ দেবেন।

এভাবে দিলে আর্টিক্যালটা রিডেবল হয়। অর্থাৎ পাঠক খুব সহজে পড়তে পারে।

এগুলো হলো কমন ব্যাপার।

ও হ্যাঁ, আরেকটা বিষয়। ফন্ট কালার সরাসরি ব্ল্যাক না দিয়ে একটু কমিয়ে দেবেন। তবে এতো বেশি কমাবেন না যেন এটা গ্রেস্কেল হয়ে যায়। কালোর কাছাকাছি অনেক কালার কোড পাওয়া যায়। গুগলে সার্চ দিয়ে নিয়ে চেঞ্জ করে দেবেন।

পুরো আর্টিক্যালে রঙচঙে ফন্ট কালার দেবেন না। এমনকি টাইটেলও ভিন্ন কালারের নয়।

প্রয়োজন না হলে আর্টিক্যালের কোনো অংশ বোল্ড করার দরকার নেই।

www.purepdfbook.com

কিংবা অযথা কোনো প্যারা বা লাইন আইটালিক করারও দরকার দেখি না। বরং স্পেস একটু বাড়িয়ে দিন কোথাও প্রয়োজন হলে।

অথোরিটি একটা বা দুটা এক্সটার্নাল লিংক এড করুন। এই লিংক কখনোই নোফলো করবেন না। ডুফলো হলে ভালো হবে।

সিলো স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে চাইলে আর্টিক্যাল প্লানিং-এই ঠিক করে নেবেন। সিলো স্ট্রাকচার হলো সেইম ক্যাটাগরির আর্টিক্যালগুলোর মাঝে ইন্টারলিংক করা। এতে করে আর্টিক্যালের পাওয়ার জুস বাড়ে, আর্টিক্যালের অথোরিটি বাড়ে।

এক সময় সিলো স্ট্রাকচার অনেক জনপ্রিয় একটা বিষয় ছিলো। বর্তমানে খুব বেশি কার্যকরী না। তবে আমি আমার সাইটে সিলো স্ট্রাকচার ব্যবহার করি।

ব্যবহার করি একটা কারণে, যেহেতু আর্টিক্যালে ইন্টারলিংক ব্যবহার করা জরুরি, এবং এটা করি, তাই আমি সিলো স্ট্রাকচার ফলো করেই ইন্টারলিংকটা করি। এতে কোনো উপকার হলো কিনা তা আর দেখি না। প্রয়োজনও হয়নি কখনও।

www.purepdfbook.com

যখন একটা সাইটের পেছনে পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ ডলার ইনভেস্ট করার চিন্তা করবো, তখন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা যেতে পারে। আপাতত এই নিয়ে কখনও ভাবি না। কারণ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার আরও অনেক অনেক বিষয় আছে, সেগুলো নিয়েই যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। অযথা বিষয় কিংবা যেটা পুরনো হয়ে গেছে ওটাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার জন্য পরীক্ষা-নিরিক্ষা কোনো কাজের কথা হতে পারে না।

আর্টিক্যাল নিয়ে আপাতত এই। ভবিষ্যতে অথোরিটি এইড ব্লগে প্রয়োজন মনে করলে আরও লেখার ইচ্ছে আছে।

www.purepdfbook.com

অফপেজ এসইও এ টু জেড

টাইটেলে এ টু জেড লিখলেও অফপেজের সবকিছু এখানে লেখা হবে না। তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন কেন আমি এ টু জেড লিখলাম।

কারণ অবশ্যই আছে। সেটা তো বলবোই। তার আগে বলে নিচ্ছি– আপনার সাইটের জন্য সাইটের বাইরে যে কাজগুলো করবেন সেগুলোই হচ্ছে অফপেজ এসইও'র অন্তর্ভুক্ত।

মূলত একটা সাইটের জন্য ব্যাকলিংক করাই হচ্ছে অফপেজ এসইও। অফপেজ এসইও তিনভাবে করা হয়। যথা:–

- ব্ল্যাক হ্যাট এসইও
- গ্রে হ্যাট এসইও
- হোয়াইট হ্যাট এসইও

এই লেখায় হোয়াইট হ্যাট এসইও নিয়ে কথা বলা হবে। কিন্তু সত্যিকার কথা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট

www.purepdfbook.com

এসইও বলতে আসলে কিছু নেই। আমার মনে হয় না আর কি। সবই মূলত গ্রে হ্যাট এসইও-ই করে।

যাইহোক, গুগল করলেই এই রকমফের সম্পর্কে জেনে যাবেন সহজে। সুতরাং এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

বরং কেন অফপেজের সবকিছু না লেখা হলেও এখানে আমি এ টু জেড বলেছি সেটাই বলি।

অফপেজ সেকশনে যেসব ব্যাকলিংক নিয়ে কথা বলবো, সবগুলোই আমি আমার সাইটে ব্যবহার করেছি বা করি। এই টাইপ ব্যাকলিংক করেই আমি আমার সাইট র‍্যাংক করি। সুতরাং এই অর্থে আমি এ টু জেড বলেছি।

অর্থাৎ যেহেতু এইগুলোই যথেষ্ট। তাই এ টু জেড কথাটা বলেছি।

আশা করি সমস্যা হচ্ছে না বুঝতে।

তারপরও যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে প্রশ্ন করবেন। যথাসাধ্য উত্তর দেবো। কিন্তু যদি জবাবদিহি চান, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

www.purepdfbook.com

কিন্তু যাইহোক, আমি আমার এ টু জেড লিস্ট নিয়ে কথা বলি বরং।

তা কি কি আছে আমার লিস্টে?

ওয়েল, আমার লিস্টে থাকা ব্যাকলিংকের প্রোফাইলের একটা লিস্ট দিচ্ছি:–

- সোশ্যাল প্রোফাইল
- সোশ্যাল শেয়ার
- ব্লগ কমেন্ট
- ফোরাম প্রোফাইল
- অথোরিটি প্রোফাইল
- অথোরিটি ওয়েবসাইট পোস্ট
- ওয়েব ২.০
- গেস্টপোস্ট

ব্যাস, হয়ে গেলো। এগুলোই আছে আমার ঝুলিতে। এগুলোই একটা সাইট র‍্যাংক করানোর জন্য যথেষ্ট মনে করি আমি।

www.purepdfbook.com

তাহলে চলুন দেরি না করে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেয়া যাক।

আমি চেষ্টা করেছি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়ে লিখতে। তবে সার কথাগুলোই বলেছি।

অযথা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে টেনে লম্বা করিনি। সুতরাং একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন, পড়ুন। আর যদি বুঝতে সমস্যা হয়, অবশ্যই জানাতে ভুল করবেন না।

www.purepdfbook.com

সোশ্যাল প্রোফাইল

সোশ্যাল প্রোফাইল হচ্ছে– সোশ্যাল সাইটগুলোতে একাউন্ট ক্রিয়েট করা।

যেমন ট্যুইটারে একটা একাউন্ট ওপেন করলে ওখানে আপনার সাইটের জন্য একটা লিংক পাবেন। তেমনি ফেসবুকের পেজ, ইনস্টাগ্রাম, বিহ্যান্স, পিনটারেস্ট এরকম অনেক সোশ্যাল সাইট আছে।

এসবের প্রত্যেকটা সাইট থেকেই একটা করে ব্যাকলিংক পাওয়া যায় একাউন্ট ওপেন করলেই। এগুলোকেই আমি বলছি সোশ্যাল প্রোফাইল। এগুলো খুব পাওয়ারফুল নয়, আগেই বলে রাখছি। তবে অ্যাংকর ভেরিয়েশনে দরকার হয়।

আপনি মোটামুটি ১০-২৫টা সাইটে সোশ্যাল প্রোফাইল ক্রিয়েট করলেই এনাফ। গড়পড়তায় আমি আমার একটা সাইটের জন্য ১০/১২টা সোশ্যাল প্রোফাইল ক্রিয়েট করে থাকি।

www.purepdfbook.com

সোশ্যাল শেয়ার

উপরে যেসব সোশ্যাল প্রোফাইল ক্রিয়েট করেছেন সেগুলোতে অবশ্যই আপনার সাইটের আর্টিক্যালগুলো শেয়ার করবেন। এটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, জাস্ট ভেরিয়েশন।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কিকরণ: অনেকেই ফাইভার থেকে পাঁচ/দশ ডলার দিয়ে হাজার হাজার সোশ্যাল শেয়ার করান, যেটা সম্পূর্ণ প্রহিবিটেড। এগুলোর জন্যও সাইট পেনাল্টি খায়। সুতরাং বি কেয়ারফুল!

আপনি গড়পড়তায় আপনার সাইটের জন্য ৫/১০টা করে সোশ্যাল শেয়ার করতে পারলেই হলো।

হয়তো খেয়াল করলে দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব সোশ্যাল শেয়ার ইনডেক্স হয় না। তবে করে রাখলে আস্তে আস্তে ইনডেক্স হয়, তখুনি এর ভ্যালুটা এড হয়।

www.purepdfbook.com

আমি গুরুত্ব দিই পিনটারেস্ট, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক পেজকে। এই কয়েকটার মধ্যে ভালো করে হ্যাশট্যাগসহ শেয়ার দিলেই যথেষ্ট মনে করি।

www.purepdfbook.com

ব্লগ কমেন্ট

আমার মনে হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে ব্লগ কমেন্ট বেশ গুরুত্বপূর্ণ আবার ক্ষতিকরও।

অবশ্য ক্ষতিকর ব্যাপারটা যে অর্থে বলছি সেটা ব্যাকলিংকের সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যাখ্যা করে বলছি, আশা করি বুঝতে পারবেন।

ফাইভার বা বিভিন্ন গ্রুপে খুঁজলেই দেখবেন পাঁচ ডলারে ১০০/৫০০ ডুফলো কমেন্ট পাওয়া যায়। অর্থাৎ এগুলোই হচ্ছে সাইটের ক্ষতির কারণ।

মানে হচ্ছে গিয়ে, একটা ব্যাকলিংক একটা সাইটের প্রাণ যেমন ছন্দোবদ্ধ করে, তেমনি প্রাণসংহারও করে।

ব্লগ কমেন্টের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ব্লগ কমেন্ট করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো মেনে চলবেন:–

- সিমিলার সাইটের সিমিলার আর্টিক্যালে ব্লগ কমেন্ট করবেন। সিমিলার সাইট খুঁজতে

www.purepdfbook.com

আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখতে পারেন: সিমিলার সাইট পাবেন যেভাবে।

- যে আর্টিক্যালে ২০টার বেশি কমেন্ট আছে সেসব আর্টিক্যালে কমেন্ট করার দরকার নেই।
- কমেন্টে সবসময় হোমপেজ ব্যবহার করবেন। আর নাম ব্যবহার করবেন আপনার সাইটের অথোরে যেটা দেয়া আছে ওটা। ইমেইল যেটা ব্যবহার করবেন সেটাতে গ্রাভাটার ইউজ করবেন। তাহলে কমেন্ট করার স্থানে ফটো দেখাবে।
- কমেন্ট ডুফলো কি নো ফলো সেটা দেখবেন না।
- কমেন্টের অ্যাংকরে ভেরিয়েশন আনতে গেলে এভাবে আনবেন: অথোর ফুল নেম, অথোর ফার্স্ট নেম, অথোর লাস্ট নেম। অর্থাৎ এভাবে করলে তিনটা ভেরিয়েশন আসবে। অ্যাংকরে কখনও সাইটের নাম বা কীওয়ার্ড দেবেন না।

www.purepdfbook.com

ফোরাম প্রোফাইল

ফোরাম প্রোফাইল ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে একেবারে নিস রিলেটেড না পেলে না করার পরামর্শ দেবো।

আর ফোরামে প্রোফাইল করেই বসে থাকবেন না। অবশ্যই সেখানে কিছু না কিছু একটিভিটিজ করবেন। নয়তো সিগনেচারে আপনার সাইট এড করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় কথা হলো, একটিভিটিজ না থাকলে আপনার একাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে, ডিজেবল করে দেয়া হতে পারে। তাই কিছু একটিভিটিজ অবশ্যই করবেন।

একটিভিটিজ বলতে, ফোরামের পোস্ট পড়বেন। কমেন্ট করবেন ইত্যাদি।

আর যদি থ্রেড ক্রিয়েট করার পারমিশন পান তাহলে তো সেটা অনেক ভালো। বড় আর্টিক্যাল লিখে অথোরিটি টাইপ ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে পারবেন সেখানে।

www.purepdfbook.com

অথোরিটি প্রোফাইল

অনেকটা সোশ্যাল প্রোফাইলের মতোই। এখানেও প্রোফাইল ক্রিয়েট করলে একটা ব্যাকলিংক করা যায়।

একটা ব্যাপার মাথায় রাখবেন– প্রোফাইল থেকে সবসময় আপনার সাইটের হোমপেজের জন্য ব্যাকলিংক নেবেন। নয়তো প্রোফাইল অটো ডিলিট হয়ে যাবে।

উদাহরণ অথোরিটি সাইট যেমন ডাব্লিউএন ডট কম, বাযফিড ডট কম, গ্রাভাটার ডট কম, পেপারব্লগ ডট কম, বিজকমিউনিটি ডট কম ইত্যাদি।

www.purepdfbook.com

অথোরিটি ওয়েবসাইট পোস্ট

অথোরিটি ওয়েবসাইটে প্রোফাইল ক্রিয়েট করার সাথে সাথে সেখানে আর্টিক্যালও পাবলিশ করা যায়। এবং অনেক সময় এখান থেকে ডুফলো ব্যাকলিংকও পাওয়া যায় সহজে।

তবে বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ-ই নো-ইনডেক্স টাইপ লিংক দেয়। সুতরাং এই বিষয়টা খেয়াল করে নিতে হবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে– অথোরিটি ওয়েবসাইটের পোস্ট থেকে সবসময় ইনফো আর্টিক্যালের জন্য ব্যাকলিংক নেবেন। কিংবা হোম পেজের।

তবে যদি শিউর থাকেন যে সাইটটা ভালো, ইনডেক্সেবল, তাহলে মানি আর্টিক্যালের জন্যও নিতে পারেন।

এখানে যে আর্টিক্যাল পাবলিশ করবেন, সেটা যেন স্পিন না হয়। চেষ্টা করবেন ভালো মানের

www.purepdfbook.com

আর্টিক্যাল দেয়ার জন্য। আর্টিক্যালের লেংথ কমপক্ষে ৫০০ শব্দের দেবেন।

www.purepdfbook.com

ওয়েব ২.০

অনেকেই মনে করেন বর্তমান সময়ে ওয়েব ২.০ থেকে নেয়া ব্যাকলিংক তেমন কাজের নয়। আমি শিউর নই। সত্য হলেও হতে পারে।

তবে অ্যাংকর টেক্সট এবং লিংক ভেরিয়েশনের জন্য ওয়েব ২.০-এর বিকল্প নেই বলেই আমার মনে হয়। ভালো মানের ওয়েব ২.০ থেকে ভালো আর্টিক্যাল দিয়ে ব্যাকলিংক করা অনেক ভালো বলেই মনে করি।

তবে সমস্যা হলো, বর্তমান সময়ে অনেক ওয়েব ২.০-ই সহজে ইনডেক্স হতে চায় না। আর গুগলে ইনডেক্স না হলে সেই ব্যাকলিংকের যে কোনো ভ্যালু নেই সেটা তো আমরা জানি।

তাই ভালো করে ওয়েব ২.০ বানাতে হবে। কোথাও থেকে সার্ভিস নিতে হলেও খোঁজ-খবর নিয়ে নিতে হবে।

www.purepdfbook.com

উল্লেখযোগ্য ওয়েব ২.০ হচ্ছে– ওয়ার্ডপ্রেস.কম, ব্লগস্পট.কম, টাম্বলার.কম, ইয়োলাসাইট.কম ইত্যাদি।

www.purepdfbook.com

গেস্টপোস্ট

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকলিংক হচ্ছে এই বিভাগে আলোচ্য গেস্টপোস্ট।

গেস্টপোস্ট নিয়ে অথোরিটি এইড সাইটে একাধিক পোস্ট আছে। গ্রুপে অনেকবার করে অনেকরকম লিখেছি।

অথোরিটি এইড ইউটিউব চ্যানেলে একাধিক টিউটোরিয়াল আছে। সময় করে সেগুলো পড়ে এবং দেখে নিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

তবে আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়েছেন এবং দেখেছেন। সুতরাং গেস্টপোস্ট সম্পর্কে আপনাদের ধারণা ক্লিয়ার।

আমি শুধু এখানে আনকমন কিছু বিষয় বলবো। যেগুলো টিপস হিসেবে আপনি দেখতে পারেন।

প্রথম কথা হলো, অ্যাংকর টেক্সেটর ভেরিয়েশন। কখনোই এক্সাক্ট ম্যাচ, অর্থাৎ আপনার কীওয়ার্ড যা

www.purepdfbook.com

ঠিক তা দিয়ে অ্যাংকর টেক্সট দেবেন না। এটা খুবই ক্ষতিকর।

যদি সম্পূর্ণ অন্য কীওয়ার্ড দিয়েও অ্যাংকর টেক্সট করেন, তাও সমস্যা নেই। তবে পার্শিয়াল অ্যাংকর টেক্সটও খারাপ নয়।

অর্থাৎ আপনার কীওয়ার্ড যদি হয় বেস্ট কফি মেকার, তাহলে আপনার পার্শিয়াল অ্যাংকর হচ্ছে– কফি মেকার, কফি মেকার ইনফো, বায় কফি মেকার... ইত্যাদি।

এছাড়াও আপনি চকোলেট কফি, ব্ল্যাক কফি, বায় কফি গাইডলাইন, কফি হাউজ, কফি শপ... ইত্যাদিও অ্যাংকর টেক্সট হিসেবে দিতে পারেন।

সবসময় গেস্টপোস্ট করার জন্য সাইটের ট্রাফিককে গুরুত্ব দেবেন। যদি একটা সাইটে অর্গানিক ট্রাফিক গ্রোথ ঠিক থাকে, কোথাও আপ/ডাউন না থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারেন ওটা একটা ভালো সাইট।

আর গেস্টপোস্ট অবশ্যই অবশ্যই সিমিলার নিস সাইট থেকে করবেন।

www.purepdfbook.com

অনেকে সিমিলার আর্টিক্যাল থেকেও গেস্টপোস্ট করার কথা বলেন। হ্যাঁ, ১৫-২৫% শতাংশ গেস্টপোস্ট এরকম হতে পারে। তবে তার বেশি যেন না হয়। তাহলে রিলিভেন্সির জন্য ধরা খেতে পারেন।

সবসময় মনে রাখবেন– একটা খারাপ ব্যাকলিংকের চেয়ে একটা ব্যাকলিংক কম থাকা ভালো। অর্থাৎ মন্দ মামার চেয়ে নাই মামা ভালো।

ওয়েল, চলুন গেস্টপোস্ট নিয়ে কিছু ক্লিয়ার-কাট কথা জানা হয়ে যাক।

গেস্টপোস্ট কোন্ সাইট থেকে নেবেন আর কোন্ সাইট থেকে নেবেন না?

গেস্টপোস্ট কোথায় থেকে নেবেন আর কোথায় থেকে নেবেন না, এই সিদ্ধান্ত নেয়া একটা জটিল কাজ। ভুল সাইট থেকে একটা/দু'টা গেস্টপোস্ট নিলে হয়তো তেমন কোনো সমস্যা হবে না আপনার সাইটের, কিন্তু পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে সমস্যা

www.purepdfbook.com

অবশ্যই হতে পারে আর আজকালকার সময়ে যেহেতু প্রায় ৯০% গেস্টপোস্ট-ই পয়সা খরচ করে নিতে হয়, তাহলে কেন আজেবাজে সাইট থেকে গেস্টপোস্ট নেবেন?

সুতরাং আসুন দেখে, জেনে, শুনে আর বুঝে নেয়ার চেষ্টা করি কোথায় থেকে লিংক নেয়া যাবে আর কোথায় থেকে নেয়া যাবে না।

কোথায় থেকে লিংক নেবেন না?

কোথায় থেকে লিংক, মানে গেস্টপোস্ট নেবেন না সেটার লিস্ট অনেক বড়। তবে বড় দাগের কয়েকটা এখানে মেনশন করছি:–

১। যেই সাইটের ট্রাফিক নেই। ট্রাফিক মিনিমাম ৫০০+ হতে হবে একর্ডিং টু এরেফস।

২। যে সাইটের ট্রাফিক হঠাৎ করে ফল হয়েছে কিন্তু আর আপ হয়নি, ওরকম সাইট। তবে যদি আপ হয়

www.purepdfbook.com

ট্রাফিক তাহলে নিতে পারেন। কিন্তু যদি সেটা একাধিকবার হয়, তাহলে বাদ।

৩। অবশ্যই সেই সাইট আপনার সাইটের রিলেটেড নয়, অমন সাইট। মাল্টি নিসের সাইট থেকে নিতে পারেন তবে এভয়েড করতে পারলে ভালো।

৪। যে সাইটে স্পনসর্ড পোস্ট মার্ক করা আছে কিংবা গেস্টপোস্টকে স্পনসর্ড পোস্ট হিসেবে মার্ক করে দেয়।

৫। যে সাইটের জন্য গেস্টপোস্ট নেয়ার জন্য কোথাও বিজ্ঞাপন/প্রমোশন/ঘোষণা/পোস্ট দেয়া হয়। (উদাহরণ: ফেসবুকের কোনো গ্রুপে কেউ ঘোষণা দিলো– গেস্টপোস্ট নেবে তার সাইটের জন্য, ঐরকম সাইট থেকে গেস্টপোস্ট না নেয়াটা গুড প্রাকটিস।)

৬। সার্ভিস সেল করে এরকম কারও কাছ থেকেও গেস্টপোস্ট নেয়া যাবে না। তা তার সাইট যদি ফ্রেশও হয়, তবেও। তবে সার্ভিসটা যদি এরকম হয়– আউটরিচ করে গেস্টপোস্ট ম্যানেজ করে দেবে, তাহলে ওকে।

www.purepdfbook.com

৭। কেউ গেস্টপোস্টের অফার করলে তার কাছে জানতে চান তার আরও সাইট আছে কিনা? কারণ হিসেবে উল্লেখ করুন– আপনি একসাথে একাধিক গেস্টপোস্ট নিতে চান। যদি বলে আছে, তাহলে সেগুলোও দেখুন। যদি প্রত্যেকটার ট্রাফিকই কম হয় (মানে বিলো ৫০০), তাহলে ঐ সাইটগুলোতে গেস্টপোস্ট করাটা ব্যাড প্রাকটিস।

কোথায় থেকে গেস্টপোস্ট নেবেন?

উল্লেখযোগ্য কয়েকটা পয়েন্ট দিচ্ছি, যেখান থেকে গেস্টপোস্ট নিতে পারেন:–

১। উপরের ব্যাপারগুলো নেই এরকম সাইট থেকে গেস্টপোস্ট নিতে পারেন নিশ্চিন্তে।

২। তবে কম ট্রাফিক আছে এরকম সাইট থেকেও নিতে পারবেন যদি সেটা অনগ্রোয়িং হয়।

৩। একর্ডিং টু এরেফস, যদি দেখেন ঐ সাইটের কোনো মানি আর্টিক্যালের "বেস্ট+প্রোডাক্ট"

www.purepdfbook.com

জাতীয় কীওয়ার্ড র‍্যাংকে আছে, মানে পজিশন ১ থেকে ৩-এর মধ্যে, তাহলে ঐ সাইট থেকে গেস্টপোস্ট নিতে পারবেন।

গেস্টপোস্ট আর মিথ

১। সাইটের বয়স বেশি হলে সেই সাইট থেকে গেস্টপোস্ট নেয়া যাবে সেটা একটা ভুল চিন্তা। নতুন সাইট থেকেও নিতে পারেন যদি সেটার ট্রাফিক থাকে।

২। ডিএ/পিএ দেখে গেস্টপোস্ট নেয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামী। ডিএ/পিএ একদম দেখবেন না। মাইন্ড ইট! সবচেয়ে বড় ভুল আর বোকামী হচ্ছে ডিএ/পিএ দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া।

এই নিয়ে আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে ইউটিউবে। দেখে নিতে পারেন সময় করে।

৩। গেস্টপোস্ট বড় হলে সুবিধা, সেরকম নয়। মোটামুটি ৭০০+ ওয়ার্ড হলেই এনাফ। তবে যে সাইটে গেস্টপোস্ট পাবলিশ করবেন, ঐ সাইটের

www.purepdfbook.com

ইনফরমেটিভ আর্টিক্যালগুলো দেখুন। ওদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। যাকে দিয়ে আর্টিক্যাল লেখাবেন, তাকে ঐ সাইট দেখাবেন, বলবেন এই সাইটের জন্য আর্টিক্যাল লাগবে।

৪। গেস্টপোস্ট আর্টিক্যাল সস্তায় নেয়াটা আরেকটা ভুল। হয়তো আপনার মনে হবে, টাকা দিয়ে গেস্টপোস্ট নেবেন, তা আর্টিক্যালের মান খারাপ হলে আপনার কী? ভুল চিন্তা। বরং গেস্টপোস্টের জন্য কীওয়ার্ড রিসার্চ করে আর্টিক্যাল লিখবেন/লেখাবেন। টাইটেল আই-ক্যাচিং স্টাইলে দেবেন। অনেক সাইটের ইনফো আর্টিক্যালও র‍্যাংক হয়। যদি আপনার গেস্টপোস্ট র‍্যাংক হয়, তাহলে সেটা অনেক অনেক পজেটিভ আপনার সাইটের জন্য।

তাই কখনোই হেলাফেলা করে গেস্টপোস্টের আর্টিক্যাল লেখাবেন না বা লিখবেন না। অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভালো মানের আর্টিক্যাল দেয়ার জন্য।

www.purepdfbook.com

গেস্টপোস্ট প্রপোজাল - রেসপন্স রেট বাড়ানোর কৌশল

গেস্টপোস্টের জন্য নিস সাইট অউনারকে মেইল করবেন কীভাবে? কী লিখবেন? কতটুকু লিখবেন? এমন কিছু কি লেখা যায়, যার ফলে সাইট অউনার রেসপন্স করবেনই? কনভার্সন কীভাবে বাড়ানো যায়?

ওয়েল, এখানে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করতে যাচ্ছি। মানে আমি যেভাবে গেস্টপোস্টের জন্য কাজ করি সেটাই শেয়ার করবো। কারও যদি এ ব্যাপারে অবজেকশন থাকে (থাকাটাই স্বাভাবিক), তিনি এটা এভয়েড করতে পারেন।

প্রপোজালটাকে আমি তিনভাবে ভাগ করে নিয়েছি। মূল কথা হলো, আমার দরকার ব্যাকলিংক। সেটা পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ওয়েটাই আমি করে থাকি প্রপোজালে। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি তাকে কোন্ ভাবে অফার/প্রপোজালটা লিখবো?

www.purepdfbook.com

উল্লেখ্য, আমি নির্দিষ্ট কোনো টেমপ্লেট ব্যবহার করি না। ইনস্ট্যান্ট যেটা লেখার প্রয়োজন, সেটাই লিখে সেন্ড করে দিই। তবে মোটামুটি যেরকম ফরমেট ইউজ করি, সেটা এখানে বর্ণনা করবো।

তিন রকম গেস্টপোস্ট প্রপোজাল:–

- নিউ গেস্টপোস্টের মাধ্যমে ব্যাকলিংকের জন্য
- এক্সিসটিং আর্টিক্যাল থেকে ব্যাকলিংকের জন্য
- লিংক এক্সচেঞ্জ বা সোয়াপের মাধ্যমে ব্যাকলিংকের জন্য।

নিউ বা ফ্রেশ গেস্টপোস্ট প্রপোজাল

এক্ষেত্রে আমি যেটা করি প্রথমে সাইটটা খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি ঠিক কোন ধরণের আর্টিক্যাল হলে সাইটের অউনার

www.purepdfbook.com

সেটা গ্রহণ করবে + সেটা আমার সাইটের সাথেও সিমিলার।

এর ভিত্তিতে সিমিলার ইনফরমেটিভ একটা কীওয়ার্ড খুঁজে বের করি, অবশ্যই লো কমপিটিটিভ + সুন্দর একটা টাইটেল। তারপর সাইট অউনারকে এরকম একটা মেইল করি:–

ডিয়ার বারেক,

তোমার সাইটটা খুব ভালো লেগেছে। সাইটে নিম্নোল্লেখিত একটা আর্টিক্যাল হলে মন্দ হয় না।

কীওয়ার্ড: ভ্যানিলা আইসক্রিম ব্যবহার

টাইটেল: ভ্যানিলা আইসক্রিম ব্যবহার করার ৭টি অভিনব উপকারিতা

সার্চ ভলিউম: ১৪৭০

ডিফিকাল্টি: ০ (একর্ডিং টু এরেফস)

আর্টিক্যাল ফর: তার সাইটের মানি আর্টিক্যালের লিংক

উপরোল্লেখিত আর্টিক্যালটি তোমার সাইটের এই আর্টিক্যালটিকে (মানি আর্টিক্যালের লিংক) স্ট্রং

www.purepdfbook.com

করবে। তুমি যদি আগ্রহী হও, তাহলে আর্টিক্যালটি লিখে তোমাকে সেন্ড করবো।

তোমার মেইলের অপেক্ষায় থাকলাম।

শুভেচ্ছাসহ,

সালাম আলী
এডমিনিস্ট্রেটর, সাইটনেম.কম

<u>এক্সিসটিং আর্টিক্যাল ব্যাকলিংক প্রপোজাল</u>

এবারের রিসার্চটা হয় এরকম: তার সাইটে খুঁজে বের করি কোন আর্টিক্যালটা আমার সাইটের জন্য সবচেয়ে বেশি সিমিলার। সেটা পাওয়ার পর এভাবে মেইল দিই:

ডিয়ার রহমত,

তোমার সাইটের এই আর্টিক্যাল (আর্টিক্যালের লিংক)-এর এই অ্যাংকর টেক্সট (অ্যাংকর টেক্সট লিখি) দিয়ে একটা ব্যাকলিংক নিতে আগ্রহী আমার এই আর্টিক্যাল (আমার আর্টিক্যালের লিংক)-এর জন্য।

www.purepdfbook.com

এজন্য আমি সানন্দে ১০ ডলার (কখনও ১৫ বা ম্যাক্সিমাম ২০) তোমাকে দিতে আগ্রহী। তুমি যদি এই ডিলে আগ্রহী হও তাহলে লিংকটা ক্রিয়েট কর আর আমাকে তোমার পেপাল আইডি সেন্ড কর, আমি তোমাকে ইনস্ট্যান্টলি পে করবো।

ধন্যবাদসহ,
সালাম আলী
এডমিনিস্ট্রেটর, সাইটনেম.কম

লিংক এক্সচেঞ্জ বা সোয়াপ

মানে হচ্ছে আমার একাধিক সাইট আছে। একটার জন্য লিংক নেবো আর অন্যটা থেকে যার কাছ থেকে লিংক নিচ্ছি তাকে লিংক দেবো। অর্থাৎ এখানে লিংক বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে

এক্ষেত্রে আমার সাইটের সিমিলার সাইট খুঁজে বের করি প্রথমে। তারপর সাইট অউনারকে তথ্যসহ মেইল করি নিম্নের মতো করে:

www.purepdfbook.com

ডিয়ার করিম,

তোমার সাইট থেকে একটা ব্যাকলিংক পেতে চাই আমার এই সাইট (সাইটের লিংক)-এর জন্য। বিনিময়ে তুমি আমার এই সাইট (অন্য সাইটের লিংক) থেকে একটা ব্যাকলিংক নিতে পারো।

আগ্রহী হলে জানাও।

শুভেচ্ছাসহ,
সালাম আলী
এডমিনিস্ট্রেটর, সাইটনেম.কম

মোটামুটি এই-ই। চেষ্টা করেছি যথেষ্ট পরিস্কার করে লেখার জন্য। তারপরও কারও বুঝতে সমস্যা হলে জানাবেন।

কিংবা আমার কোথাও কোনো ভুল থাকলে সেটাও জানাতে ভুলবেন না। আমার ভুল হতেই পারে। স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ভুলটা নিয়ে সমালোচনা না করে আমাকে দেখিয়ে দিলেই খুশি হবো। যা পরবর্তী সংস্করণে আমি ঠিক করে নিতে পারবো।

www.purepdfbook.com

ডিসক্লেইমার: উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ না হলে, সেটার জন্য দায়ী আমি নই। তবে যেহেতু আমার ক্ষেত্রে কাজ করে, সুতরাং আপনার বেলাতেও করার সম্ভাবনা আছে। তাই ট্রাই করতে পারেন।

সতর্কতা: হুবহু কপি পেস্ট না করে, নিজের মতো করে প্রপোজাল লিখুন। সংক্ষেপে সার কথা লিখুন, কনভার্সন ইনশাআল্লাহ বেশি হবে।

পরিশেষে এটা বলবো– বর্তমান সময়ে গেস্টপোস্ট পাওয়া একটু দুঃসাধ্য-ই বলা যায়। তাই ব্যাপারটার মধ্যে যতো ক্রিয়েটিভিটি আনতে পারবেন, সাকসেসের পরিমাণ ততো বাড়বে।

নিত্য-নতুন আইডিয়া, চিন্তা যতো বেশি করতে পারবেন, আপনার কাজের পরিমাণ এবং পরিশ্রম ততোই কমে যাবে।

www.purepdfbook.com

আমাজন একাউন্ট ক্রিয়েশন এবং ম্যানেজমেন্ট

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আমাজন একাউন্ট কীভাবে ক্রিয়েট করবেন এবং কীভাবে সেটা ম্যানেজমেন্ট করবেন।

যদি আপনার আমাজন একাউন্ট থেকে থাকে, তাহলে খুবই ভালো। কারণ বর্তমান সময়ে আমাজন একাউন্ট পাওয়া সত্যিই কষ্টকর।

আমাজন একাউন্ট বাংলাদেশ থেকে ক্রিয়েট করতে গেলে যে সমস্যাটা হয়, সেটা হচ্ছে– মোবাইল ভেরিফিকেশনের জন্য বাংলাদেশী কোনো মোবাইল নাম্বারে ভেরিফিকেশন কোড আসে না।

আমরা এরকম একটা দেশে বাস করি, আসলে কোনো দিক দিয়েই শান্তি নেই। তারপরও কষ্ট করে সার্ভাইভ করতে হবে, এটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

যাইহোক, মোবাইল ভেরিফিকেশনের সমাধান হচ্ছে– ডিংটোন নামক সার্ভিস কিংবা গুগল ভয়েস।

www.purepdfbook.com

এর যেকোনো একটা দিয়ে সুন্দর সমাধান হয়। বিভিন্ন জন এ তথ্য কনফার্ম করেছেন।

তবে যেহেতু বিষয়টা নিত্যনতুনভাবে আপডেট হচ্ছে, হয়তো ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সমাধান হবে। সুতরাং এই বিষয়টা এতোটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকুক।

তবে উল্লেখ করে দিচ্ছি– যদি আপনার একাউন্ট না থাকে তাহলে সাইটে ট্রাফিক আসা শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যখন সাইটে টুকটাক অর্গানিক ট্রাফিক আসা শুরু হবে, মেইন কীওয়ার্ড প্রথম পেজে ইন করবে এবং স্ট্যাবল থাকবে, তখন একাউন্ট ওপেন করবেন।

কারণ হচ্ছে– একাউন্ট করার পর যদি সেল না হয়, তাহলে একটা নির্দিষ্ট টাইমে গিয়ে একাউন্ট ক্লোজ হয়ে যায়।

ধরে নিচ্ছি আপনার একটা আমাজন একাউন্ট আছে। তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সাইটে আমাজন এফিলিয়েট লিংক বসাতে হবে। সেটা কখন বসাবেন? আর কীভাবে বসাবেন?

www.purepdfbook.com

আমার ব্যক্তিগত পছন্দ হচ্ছে আমাজন সাইট স্ট্রাইপ। আর আপনি যদি প্লাগিন ইউজ করতে চান তাহলে আমাজনের নিজস্ব একটা প্লাগিন আছে, ব্যবহার করতে পারেন। যদিও বাগস ভর্তি। অন্য যে দুয়েকটা প্লাগিন আছে, সেগুলোও খুব যে একটা সুবিধার, তা নয়। অন্তত আমি ভালো কিছু পাইনি। তারপরও অনেক এক্সপার্ট ইউজ করেন কাজের সুবিধার জন্য।

তবে ওভারঅল আমার কাছে সাইট স্ট্রাইপ-ই ভালো লাগে। এটা নিরাপদও।

বিশেষ করে সাইটে ইমেজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাইট স্ট্রাইপ একদম সেইফ।

উল্লেখ্য, সাইটে ইমেজ এড করার জন্য কখনও আমাজন থেকে ইমেজ ডাউনলোড করে নিজের সাইটে আপলোড করে ইউজ করবেন না। এটা আমাজনের টার্মস বিরোধী। এভাবে ইউজ করলে যেকোনো সময় আপনার একাউন্ট কালো তালিকাভুক্ত হয়ে ব্যান খেতে পারেন।

www.purepdfbook.com

আর আমাজনের একাউন্ট ব্যান খুব একটা সুখকর নয়। কারণ আমাজন দুই মাসের ইনকাম আটকে রাখে। সেটা তো পাবেনই না, পাশাপাশি র‍্যাংক করা সাইট থাকলেও ধরা খাবেন। বিশাল অংকের লস খাবেন সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সুতরাং যা-ই করুন, সাবধানে, বুঝে-শুনে করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

www.purepdfbook.com

আর্নিং স্কেলাপ

উপরে যেভাবে বলা হয়েছে, আপনি যদি সেভাবে সেভাবে কাজ করে যান, তাহলে একটা সময়ে গিয়ে আপনার সাইটের মেইন কীওয়ার্ডগুলোসহ অন্যান্য কীওয়ার্ড র‍্যাংক হতে থাকবে।

অর্থাৎ গুগলের দৃষ্টিতে আপনার সাইট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে।

এভাবে যখন পরিপূর্ণ মানি সাইটগুলো র‍্যাংক হয়ে যাবে, অর্থাৎ পজিশন এক এবং জিরোতে চলে আসবে, তখনই হচ্ছে আসলে মজা।

একটা সময়ে এসে দেখবেন সাইটের জন্য তেমন কোনো খাটতে হচ্ছে না কিন্তু আর্নিং হচ্ছে অটো।

এই পর্যায়ে যখন চলে আসবে, তখন জাস্ট দু'টো কাজ করতে হয়। প্রথম কাজ হচ্ছে– সাইটে প্রতি মাসে একটা বা দু'টো করে আর্টিক্যাল দিতে হয় আর টুকটাক একটা ব্যাকলিংক করতে হয়।

www.purepdfbook.com

আর বাকীটা হচ্ছে আর্নিং গ্রহণ করার কাজ। কিন্তু আপনি যদি সেই আর্নিংটাকে স্কেল-আপ করতে চান, অর্থাৎ বাড়াতে চান, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে?

খুব সহজ কিছু ওয়ে আছে। যেসব সাইটের কীওয়ার্ড র‍্যাংক হয়ে যায়, আলাদা মজা আছে সেসব সাইট নিয়ে কাজ করার।

তবে ভুলভাল করলে রিস্কও আছে। সুতরাং এটাও মাথায় রাখবেন। অর্থাৎ কিনা এই সময় ভুল করা যাবে না।

আর্নিং স্কেলাপ করতে হলে সাইটে টপিক বাড়াতে হয়, মনিটর করতে হয় নিয়মিত।

তবে পজেটিভ কথা হচ্ছে– যখন একটা সাইটের আর্নিং বাড়তে থাকে, তখন সেটা বাড়তেই থাকে যদি না বড় ধরণের কোনো ভুল করা হয় সাইটে।

আর সেই সময়ে স্কেলাপ করাও তাই খুব সহজ। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

গত জানুয়ারি মাসে একটা সাইট সেল করা হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাকলিংক করা হয়নি।

কাজের মধ্যে যা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে– সাইটে দুইটা মানি আর্টিক্যাল দেয়া হয়েছে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে।

সাইট যখন সেল করা হয়েছিলো, তখন থেকে এই পর্যন্ত সাইটে ট্রাফিক বেড়েছে ৪০%। আর্নিং বেড়েছে ১০০%।

আর নতুন যে দুইটা মানি আর্টিক্যাল দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কোনো ব্যাকলিংক করা ছাড়াই, পাবলিশ করার এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা দ্বিতীয় পেজে এবং অন্যটা তৃতীয় পেজে রয়েছে।

এর থেকে কী বুঝলেন, ভেবে দেখেন। আমি বলবো, প্রবাদের "তেল মাথায় তেল" কথাটার যথার্থ প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে এখানে।

আসলেই তাই। একটা সাইট যখন ভালো করতে থাকে, তখন সেটা কোনো কারণ ছাড়াই ভালো

www.purepdfbook.com

করতে থাকে। এই বিষয়টাকে আরও বেগবান করে দিতে পারে সঠিক কিছু প্ল্যান। কী রকম প্ল্যান? আশা করি উপরের উদাহরণটা থেকেই বুঝতে পেরেছেন।

অর্থাৎ কিনা যখন একটা সাইটের মানি কীওয়ার্ডগুলো র‍্যাংক করা শুরু করবে, তখনই চিন্তা করবেন স্কেলাপ করার কথা।

আর স্কেলাপ করার প্রথমেই যেটা থাকে সেটা হচ্ছে– নতুন মানি আর্টিক্যাল সাইটে এড করা। সেই সময়ে কীওয়ার্ড অতোটা ইজি না হলেও চলবে। মোটামুটি হার্ড কীওয়ার্ডও র‍্যাংক করিয়ে ফেলতে পারবেন সহজে। আর যদি উইদাউট ব্যাকলিংক কোনো মানি আর্টিক্যাল র‍্যাংক করাতে চান, তাহলে সেটাই হচ্ছে যোগ্য সময়।

একেবারে ইজি কীওয়ার্ড রিসার্চ করে বের করুন, আর্টিক্যাল দিন কমপিটিটর এনালাইসস করে। দেখবেন দৌড়ে র‍্যাংক হয়ে যাচ্ছে।

আর্নিং স্কেলাপ করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এছাড়াও সাইটের প্রোডাক্টগুলো নিয়মিত চেক

www.purepdfbook.com

করবেন এভেইলেবল আছে কি নেই। আরও দেখুন সিটিআর। সিটিআর বাড়ানোর জন্য অনেক টিপস পাবেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে– প্রোডাক্ট যেগুলো সেল হবে না সেগুলো চেঞ্জ করে দেয়া, বাটনের অবস্থান, টেক্সট পরিবর্তন করা। টেবিলের অবস্থান এদিক সেদিক করে দেখা। প্রোডাক্ট রিভিউ এবং বায়িং গাইডের অবস্থানও চেঞ্জ করে দেখতে পারেন।

অর্থাৎ ছোট ছোট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় সেটাই। চুপচাপ বসে না থেকে সাইটের আর্টিক্যাল স্ট্রাকচার, ব্যাকলিংক প্রোফাইল ইত্যাদি নিয়ে প্রতিনিয়ত আপডেট করে দেবেন এই সময়ে।

www.purepdfbook.com

প্যাসিভ ইনকাম

যখন একটা সাইটে কোনো কাজ না করা হলেও সেই সাইট থেকে আর্নিং হতে থাকে, সেটাই প্যাসিভ ইনকাম।

আমাজন এফিলিয়েট সিস্টেমটা একটা প্যাসিভ ইনকাম বলা যেতে পারে। কারণ একটা সময়ে গিয়ে নিস সাইট থেকে প্যাসিভ ইনকাম হওয়া শুরু হয়। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে এনজয়েবল টাইম। যেটা কিনা অনলাইন আর্নিং-এর আর অন্য কোথাও পাবেন না।

কিন্তু এই মজাটা পেতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, পরিশ্রম করে করে সেটা জমা করতে হয় ভবিষ্যতের জন্য। তবেই প্যাসিভ ইনকামের সুবিধাটা পাওয়া যায়।

তাহলে এবার প্রশ্ন হতে পারে, প্যাসিভ ইনকামে পৌঁছার রাস্তা কোনটা?

www.purepdfbook.com

উত্তর ইতোমধ্যেই আপনি পেয়ে গেছেন আশা করি। অর্থাৎ উপরে যেভাবে নিস সাইট সম্পর্কে বলা হয়েছে, আপনি যদি তাই তাই করে থাকেন, তাহলে বলতে হবে আপনি প্যাসিভ ইনকামের দিকে পৌঁছে যাচ্ছেন বা গেছেন।

মূলত একটা কীওয়ার্ড যখন জিরো পজিশনে পৌঁছে যায় গুগলে, তখন আর সাধারণত সেই কীওয়ার্ডটার অবস্থান পরিবর্তন হয় না। অবশ্য বড় ধরণের কোনো আপডেট হলে আলাদা কথা।

কিন্তু আপনি যদি পরিপূর্ণভাবে হোয়াইট হ্যাট (গ্রে হ্যাট হলেও হবে) মেথডে কাজ করে জিরো পজিশনে আসতে পারেন এবং কমপিটিটর যদি স্ট্রং না থাকে তাহলে যে কীওয়ার্ড জিরো পজিশনে আসবে, মোটামুটি এক দেড় বছর প্যাসিভ ইনকাম আশা করতে পারেন ঐ আর্টিক্যাল থেকে।

আর এরকম যদি কয়েকটা আর্টিক্যাল থাকে সাইটে তাহলেতো কথাই নেই। মজাই মজা! মজার উপর মজা।

www.purepdfbook.com

প্যাসিভ ইনকামে পৌঁছার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে– কীওয়ার্ড পজিশন জিরোতে না আসা পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করে যেতে হয়।

ইমপায়ার ফ্লিপ্পার্স কিংবা এরকম মার্কেটপ্লেসে যেসব সাইট সেল করা হয়, এর বেশিরভাগই হচ্ছে প্যাসিভ ইনকাম করা সাইট। দেখবেন ওসব সাইটে সপ্তাহে ২-৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় করা হয় মেইনটেইনের জন্য।

কারণ কী?

কারণ হচ্ছে ঐ যে বললাম, জিরো পজিশনে পৌঁছে গেলে এবং স্কেলাপ পজিশনও যখন পেরিয়ে যাবে, তখনই শুরু হবে প্যাসিভ ইনকাম। অর্থাৎ সেই সময়ে কীওয়ার্ডের স্ট্যাবিলিটি অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে। সহজে নড়বে না যদি শক্তিশালী কোনো কমপিটিটর তৈরি না হয়।

তাই তখন মাত্র দু'টো কাজ থাকে। কীওয়ার্ডের র‍্যাংক চেক করা এবং প্রোডাক্ট এভেইলেবিলিটি ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

www.purepdfbook.com

এই দু'টো কাজও প্রতিদিন করা লাগে না। সপ্তাহে একদিন দেখলেই হয়। এই সময়ে আপনি চাইলে সাইট ফ্লিপ করে দিতে পারেন কিংবা নিয়মিত মনিটরিং করে প্যাসিভ ইনকাম উপভোগ করুন।

www.purepdfbook.com

নিস ওয়েবসাইট ফ্লিপ করা

আপনার সাইটের ইনকাম যদি প্যাসিভ হয়, কিংবা সাইটের গত ছয় মাসের গড় মান্থলি ইনকাম যদি ৫০০+ ডলার হয় তাহলে ইচ্ছে করলে সাইট সেল করে দিতে পারেন। এটাকেই ফ্লিপ করা বলা হয়।

তবে সাইটের ইনকাম যদি ১২ মাস স্ট্যাবল হয়, তাহলে সেই সাইটের প্রাইস ভালো পাওয়া যায়। সেই সাথে লিংক বিল্ডিং মেথড, নিস, আর্টিক্যাল কোয়ালিটি, সাইটের ডিজাইনও দেখা হয়।

আরও দেখা হয় সাইট কখনও ট্রাফিক ড্রপ হয়েছে কিনা? অর্থাৎ সাইটের গ্রোথ দেখা হয়। এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় ফ্লিপের ক্ষেত্রে।

একটা সাইট ফ্লিপ করতে গেলে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

আমাদের দেশের অনেকেই নিয়মিত সাইট ফ্লিপ করছেন বড় বড় মার্কেটপ্লেসগুলোতে। ব্যাপারটা অনেক পজেটিভ। আপনার যদি এরকম প্ল্যান থাকে

www.purepdfbook.com

তাহলে শুরু থেকেই সাইটের অবস্থা ঐভাবে তৈরি করে নিতে হবে। নয়তো ভালো দামে সাইট সেল করতে পারবেন না। অর্থাৎ উপরে যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে বললাম, সেগুলো ঠিকঠাকভাবে করতে হবে।

সাইট ফ্লিপ যারা করেন, তারা স্পেশাল কিছু, ব্যাপারটা এরকম নয়। আপনার-আমার মতোই মানুষ। প্রথমবার সাইট ফ্লিপ করার পর একটু কেমন যেন লাগে! মনে হয়, সত্যি সত্যি এতোগুলো টাকা পেয়ে গেছি?

মিশ্র একটা অভিজ্ঞতা। আমি প্রথমবার সাইট ফ্লিপ করার পর অনেকদিন ব্যাংকের টাকা খরচই করিনি। মনে হতো, সত্যি সত্যি এটা আমার টাকাতো? খরচ করার পর আবার রিটার্ন চেয়ে বসবে না তো?

ব্যাপারটা হাস্যকর এবং বাচ্চামি মনে হলেও, আমি আমার অভিজ্ঞতাটাই শেয়ার করলাম। আপনার হয়তো অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে

দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আনন্দটা রয়েসয়ে পেতে শিখে যাবেন।

যখন মনে করবেন নিজের পরিশ্রমের কথা, সার্ভাইভ করার কথা, তখন আর এরকম মনে হবে না। এটা আপনার অর্জিত ব্যাপার বুঝতে কষ্ট হবে না একটুও।

ফ্লিপ করার ব্যাপারে ভবিষ্যতে অথোরিটি এইড ব্লগে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আছে। আপাতত এই পর্যন্তই থাক।

www.purepdfbook.com

নেক্সট প্রজেক্ট

একসাথে একাধিক প্রজেক্ট ফোকাস করতে আমি সবসময়েই মানা করি। তবে আপনি যদি অন্তত একটা সাইট ফ্লিপ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তার মানে হচ্ছে, তখন আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি জেনে গেছেন, শিখে ফেলেছেন কীভাবে একটা প্রজেক্ট রান করাতে হয়, মেইনটেইন করতে হয়।

এবার আমি আমার প্রেফারেবল অবস্থাটা বর্ণনা করছি। যখন আপনার একটা নিস সাইট র‍্যাংক করা শুরু করেছে এবং আর্নিংও গ্রো করতেছে, তখন নতুন প্রজেক্টের জন্য জাস্ট ডোমেইন এবং হোস্টিং কিনে ফেলুন।

আমি বলবো, আপনার আগের সাইট যে নিসে, ঐ নিস নিয়েই কাজ করুন। পরিক্ষা-নিরীক্ষা আরও পরে করবেন।

তাহলে আপনার নিস যেহেতু ঠিক আছে সুতরাং ব্রান্ডেবল ডোমেইন এবং হোস্টিং কিনে ফেলে

www.purepdfbook.com

রাখুন। যখন আগের প্রজেক্ট ফ্লিপের জন্য লিস্ট করবেন, সেল হওয়ার সময়টায় নতুন এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন।

অর্থাৎ কীওয়ার্ড রিসার্চ, কমপিটিটর এনালাইসিস, আর্টিক্যাল অর্ডার, ইত্যাদি কাজগুলো ধীরে ধীরে করতে থাকবেন।

এর কারণ হচ্ছে– যেন একটা সাইট সেল করার পর আপনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে না পড়েন। এই বিষয়টার জন্যই আগে থেকে প্রিপারেশন।

সাইট সেল করার পর দেখবেন হঠাৎ করেই আপনি একেবারে ফ্রি হয়ে গেছেন। তখন আপনার প্রচুর কাজ করতে ইচ্ছে করবে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাবেন নতুন প্রজেক্টের জন্য।

তাহলে যেটা হবে, এই সাইট ফ্লিপ হতে হতে আপনার নতুন প্রজেক্টের সাইটও দাঁড়া হয়ে যাবে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, নতুন প্রজেক্টে আর আগের মতো অতো সার্ভাইভ করা লাগবে না। কারণ সেইম নিস হওয়াতে, ইতোমধ্যে আপনি

www.purepdfbook.com

যথেষ্ট রিসোর্স সংগ্রহ করে ফেলেছেন আর অভিজ্ঞতাও আপনার যথেষ্ট হয়েছে।

এই দুইটা বিষয় কাজে লাগিয়ে পরবর্তী প্রজেক্টগুলো আপনি অতি দ্রুত করতে পারবেন।

নতুন প্রজেক্ট শুরু করার ক্ষেত্রেও এই বইয়ে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয়েছে সেটাই ফলো করবেন। তবে সেই সঙ্গে আপনার নিজের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে ভুলবেন না।

একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন, একজনের অভিজ্ঞতা অন্যজন নিতে পারেন না। যে কারণে এক্সপার্ট, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের টিউটোরিয়াল ফলো করেও অনেকে সাকসেস হতে পারেন না। পরে দোষারূপ করেন ঐ টিউটোরিয়ালগুলোকেই।

এই সমস্যা আমাদের দেশেই বেশি। বহির্বিশ্বে এরকম সমস্যা কম বলা চলে। যেখানে আপনি চার/পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে কোর্স কিনেও যদি না শিখতে পারেন তাও তাদের দোষারূপ করতে

www.purepdfbook.com

পারবেন না। যেটা আমাদের দেশে খুব সহজেই হয়ে যায়।

আর পেইড কোর্স তো দূরের কথা, গ্রুপের কথাই চিন্তা করেন না কেন? যারা ফ্রি রিসোর্স গ্রুপে শেয়ার করে, তারাও যদি ব্যস্ততার কারণে কারও জিজ্ঞাসার উত্তর সময়মতো দিতে না পারেন তাও কথা শুনতে হয়। কেনরে ভাই? কেন হবে এরকম?

তাহলে তো তারাই ভালো যারা গ্রুপে আছেন, মাসে ৪/৫ ডিজিটের ইনকাম করেন কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন না।

তারাই কি তবে ভালো?

কিন্তু যদি নতুনরা একটু ধৈর্য্য ধরতেন, তাহলে ঐসব অভিজ্ঞ আর এক্সপার্টরাও গ্রুপে তাদের অভিজ্ঞতা, টিপস এন্ড ট্রিকস শেয়ার করতেন, আমি শিউর।

যাইহোক, অনেক কথাই কথার কথায় বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না। অবশ্য এও জানি, সব জায়গায়তেই ভালো মন্দ মানুষ আছেন।

www.purepdfbook.com

সুতরাং এসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না না তারা, বরং আরও আরও রিসোর্স শেয়ার করবেন। আমি তাই মনে কির।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে– গ্রুপের অনেক ভাই-ব্রাদার ইনবক্স করেন পেইড কোর্স চালু করার ব্যাপারে। আমার এই ব্যাপারে কোনো প্ল্যান নেই। সবাইকেই না বলি।

কেন?

উপরে সামান্য একটু নমুনা প্রকাশ করেছি। হাহ হাহ হা! পেইড কোর্স করে বারডেন নেয়ার মতো অবস্থা কোথায়?

বর্তমানে আমি আমার ক্লায়েন্টদের কাজই আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছি। নিজের কাজ বাড়াচ্ছি। এতেই আনন্দ পাচ্ছি।

আনন্দ পাচ্ছি নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, রিসোর্স শেয়ার করে। এতে যদি অন্তত একজনও উপকৃত হন, সেটাই হচ্ছে আমার আনন্দ, শান্তি।

www.purepdfbook.com

তো যাই হোক, নেক্সট প্রজেক্টের ব্যাপারে কখনও দেরি করবেন না। যেটা শুরু করার সেটা করে ফেলবেন।

বিশেষ করে প্রথম প্রজেক্টের মতো অতো দীর্ঘ সময় নিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী প্রজেক্ট শুরুর করার কিছু নেই।

অভিজ্ঞতার আলোকেই সেটা করে ফেলবেন। এখানে ধার করা অভিজ্ঞতার চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ভ্যালু-ই তখন বেশি হবে।

তবে প্রথম প্রজেক্ট যদি কোনো কারণে ফেইল করেন, তাহলে এই ই-বুকের অধ্যায়গুলো ভালো করে দেখেন। নেক্সট প্রজেক্ট শুরু করার আগে নিজের ভুলটা বের করুন।

সবসময় মনে রাখবেন, যে নিজের ভুল ধরতে পারে, সে সাকসেস হয় তা নিশ্চিত। অর্থাৎ নিজের ভুল ধরা আসলেই কষ্টকর।

তবে আনন্দের কথা, এই ই-বুকটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে এই ক্ষেত্রে। যদি আপনি এই

www.purepdfbook.com

বইয়ের অধ্যায়গুলো স্টেপ-বাই-স্টেপ ফলো করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু করতে পারবেন এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি।

www.purepdfbook.com

কমন প্রশ্ন এবং উত্তর

আমরা এফিলিয়েট নিস সাইটের ক্ষেত্রে গ্রুপে কিছু কমন প্রশ্ন দেখি। যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়ে প্রশ্নগুলো গ্রুপে করে থাকেন। এরকম কিছু কমন প্রশ্ন এবং আমার উত্তর দিয়ে সাজাচ্ছি এই অধ্যায়টি। সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত কিছু বিষয়েও থাকবে উত্তর। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করা যাক।

প্রশ্ন-০১: আমি একেবারে নতুন। তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। কীভাবে শুরু করবো?

উত্তর: একেবারে নতুন হলে আপাতত শুরু করার দরকার নেই। প্রথমে আমাজন নিস সাইট স্ট্রাটেজি এবং এসইও সম্পর্কে একটা ধারণা নেন। তারপর আস্তে আস্তে আরও পড়াশোনা করুন। তারপর দেখবেন একসময় নিজেই বুঝতে পারবেন কীভাবে শুরু করতে হবে।

www.purepdfbook.com

আর শুরু করা বলতে যদি আপনি বুঝিয়ে থাকেন ঠিক কোনটা শেখার মাধ্যমে শুরু করবেন, তাহলে বলবো আপনি গুগলের এসইও ফ্যাক্টরগুলো শিখে ফেলুন। প্রায় ২০০ এসইও র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর আছে গুগলের। এগুলো ভালো করে স্টাডি করুন। তাহলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি।

প্রশ্ন-০২: নিস সাইটের জন্য একটা লাইটওয়েট থিম সাজেস্ট করুন প্লিজ।

উত্তর: এরকম বেসিক কোশ্চেন অনেক আসে গ্রুপে। এই লেখা যখন লিখছি তখনও গ্রুপে এরকম একটা প্রশ্ন দেখে আসলাম।

আমি এই বইয়ের থিম সেকশনে এটা নিয়ে লিখেছি। আশা করি এতোক্ষণে পড়ে ফেলেছেন। থিম নিয়ে বেশি ক্যাচালে না গিয়ে যা সাজেস্ট করেছি সেটা ফলো করতে পারেন।

www.purepdfbook.com

আর অবশ্যই গ্রুপ বায় থেকে প্রিমিয়াম থিম নিয়ে ইউজ করবেন না। আমার ব্যক্তিগত সাজেশন। কিংবা নাল থিম ইউজ করবেন না। অবশ্যই প্রিমিয়াম থিম ফ্রিতে নিয়ে সাইটে লাগাবেন না।

প্রশ্ন-০৩: ইএমডি ডোমেইন নাকি পিএমডি ডোমেইন নেবো?

উত্তর: এটা খুবই বেসিক কোশ্চেন। সিলি টাইপ। তারপরও এই বইয়ে আমি ডিটেইলস লিখেছি। আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা নয় যদি ডোমেইন অধ্যায়টা পড়ে থাকেন।

অর্থাৎ ইএমডি কিংবা পিএমডি কোনোটাই এখন আর ভালো নয়। আপনাকে এখন নিতে হবে ব্রান্ডেবল ডোমেইন।

প্রশ্ন-০৪: ডিএপিএ কত হলে ঐ সাইটে গেস্টপোস্ট করা যাবে?

উত্তর: ডিএপিএ একটা মিথ।

www.purepdfbook.com

বর্তমানে এটার কোনো ভ্যালু নেই। গেস্টপোস্টের জন্য সবচেয়ে দরকারি হচ্ছে ট্রাফিক। যদি একটা সাইটে ট্রাফিক ৫০০+ প্রতি মাসে থাকে তাহলে ঐ সাইটে গেস্টপোস্ট করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৫: সাইটে কি সিলো স্ট্রাকচার করতে হয়?

উত্তর: না। তবে করলে ভালো। না করলে অসুবিধা নেই। গুগল এখন ইন্টারলিংকিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাংকরট টেক্সটকে কাউন্ট করে। সুতরাং যেহেতু ইন্টারলিংক করতেই হয়, তো ওটা যদি একটা সিলো মেনে করেন তাহলে অসুবিধা কি?

প্রশ্ন-০৬: ইন্টারলিংক কি?

উত্তর: আপনার নিজের সাইটের একটা আর্টিক্যালের সাথে অন্য একটা আর্টিক্যালের লিংক ক্রিয়েট করাই হচ্ছে ইন্টারলিংক।

ইন্টারলিংক ভালোভাবে করতে পারলে এটাও অনেক সময় ব্যাকলিংকের কাজ করে।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন-০৭: একটা নিস সাইট করতে কত টাকা লাগে?

উত্তর: এটা একটা বাহুল্য প্রশ্ন। কিংবা বলা যায় খুবই সিলি কোশ্চেন। ধরেন, আনাকে যদি প্রশ্ন করি সেমাই রান্না করতে কতটুকু চিনি লাগে? এর উত্তর আপনি কী দেবেন? আপনি কতটুকু চিনি লাগে বলার আগে উল্টো আমাকে প্রশ্ন করবেন কতটুকু সেমাই? বা কতজনের জন্য সেমাই রান্না হবে। তাই না?

নিস সাইটের জন্য বাজেটটাও অনেকটা এরকমই আসলে। একটা নিস সাইট করতে কত টাকা লাগে তা ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কী টাইপ নিস সাইট করতে চান সেটার উপর।

তবে যেহেতু এখানে সংক্ষেপে সবকিছুর উত্তর দিচ্ছি, তাই একটা বেসিক নিস সাইট করতে কেমন লাগে তার একটা ধারণা দিচ্ছি। আশা করি এ থেকে আপনি ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

একটা নিস সাইট করতে গেলে কি কি লাগে তার উপর আসলে বাজেট নির্ভর করে। আবার সেগুলোর সবই কি আপনি আউটসোর্স করবেন নাকি নিজেও কিছু কাজ করবেন সেটাও একটা ব্যাপার। তো ধরে নিচ্ছি আপনি সবই আউটসোর্স করবেন। তাহলে বাজেটটা হবে এরকম:

১। ডোমেইন-হোস্টিং	: ৫০ ডলার
২। কীওয়ার্ড রিসার্চ + প্ল্যানিং	: ৫০০ ডলার
৩। সাইট ডিজাইন	: ২০০ ডলার
৪। আর্টিক্যাল (২০-কে)	: ৫০০ ডলার
৫। অনপেজ এসইও	: ২৫০ ডলার
৬। অফপেজ এসইও	: ৫০০ ডলার
---------- **সর্বমোট**	**: ২০০০ ডলার**

এখন আপনি যে যে কাজ করতে পারবেন বা করবেন সেটার আমাউন্ট এখান থেকে মাইনাস করবেন।

আশা করি মোটামুটি একটা ধারনা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ একটা নিস সাইট করতে কমবেশি দুই হাজার ডলার এবং ছয় থেকে বারো মাস সময় লাগবে। এটা একটা কমন হিসেব।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন-০৮: ব্যাকলিংক কতটা জরুরি? ব্যাকলিংক ছাড়া কি সাইট র‍্যাংক করা যায় না?

উত্তর: ব্যাকলিংক অবশ্যই জরুরি। অনেক জরুরি। ব্যাকলিংক ছাড়া সাইট র‍্যাংক করা আসলে সম্ভব নয় বলা যেমন ভুল আবার সম্ভব সেটাও ভুল।

তাহলে?

তাহলে যেটা হচ্ছে, সেটা হলো– দু'টোই সত্যি। কারণ হলো, অসম্ভব বলে আসলে কিছু নেই। ব্যাকলিংক ছাড়া সাইট র‍্যাংক করা সম্ভব কিন্তু সেই সাইটের কনভার্শন আসলে কতটা ভালো হবে তা ডিপেন্ডেড।

হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে, আপনার কীওয়ার্ড রিসার্চ, কমপিটিটর রিসার্চ এবং প্ল্যানিং যদি ভালো হয় তাহলে ব্যাকলিংক তেমন করা লাগে না। জাস্ট বেসিক ব্যাকলিংক করলেই একটা সার্টেন টাইম পর সাইট র‍্যাংক হতে শুরু করে। এরকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। সুতরাং ব্যাকলিংক ছাড়া সাইট র‍্যাংক হয় এটা বলা যায়।

www.purepdfbook.com

কিন্তু যদি কমপিটিটর একটু হার্ড হয়ে থাকে তাহলে ব্যাকলিংক ছাড়া র‍্যাংক করার কথা আসলে ভাবা যায় না। বরং পুরো সাইটটাকে তখন এনগেজিং মোডে নিয়ে যেতে হয়।

আর তখনই সেটা র‍্যাংক করতে থাকে। এটা হলো একটা কমন বিষয়। ব্যাতিক্রমও থাকতে পারে।

দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমান সময়ে ব্যাকলিংক ব্যাপারটা আর গুগল পছন্দ করতেছে না। বিশেষ করে যখনই গুগলের ম্যানুয়াল বাছাইয়ে কোনো সাইট আটকে যায়, সেটা পেনাল্টি খায় শুধুমাত্র ব্যাকলিংকের জন্য। কারণ গুগল বুঝতে পারে সেটা ইচ্ছেকৃত ব্যাকলিংক।

অর্থাৎ একটা সাইটের ব্যাকলিংক থাকাটাও একটা বিপদ। হোক সেই ব্যাকলিংক অনেক পাওয়ারফুল এবং ভালো।

ম্যানুয়ালে গেলে একটা নতুন সাইট কিংবা র‍্যাংক হয়নি এরকম একটা সাইটের যখন ব্যাকলিংক

www.purepdfbook.com

দেখা যায় তখন অবশ্যই গুগল স্টাফরা বুঝতে পারে সেটা ম্যানুয়ালি করা হয়েছে।

কারণ নতুন একটা সাইটকে কে ব্যাকলিংক দেবে? ধরুণ আপনার মানি সাইটগুলো থেকে আপনি নিজের ইচ্ছেয় যেসব ব্যাকলিংক দেন, সেখানে কি নতুন কোনো সাইটকে লিংক দেন?

আপনি সবসময় লিংক দেন কোনো পাওয়ারফুল অথোরিটি সাইটকে।

তাই আপনি যখন একটা নতুন সাইটে আরেকটা পাওয়ারফুল সাইটের লিংক দেখবেন, সহজেই বুঝতে পারবেন সেই লিংকটা ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করা হয়েছে।

আর গুগলের দৃষ্টিতে সেসব লিংক অবৈধ। কোনোভাবেই সেগুলো একসেপ্ট করা যায় না। তো বুঝতেই পারছেন ব্যাকলিংক এখানে কতটা ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে?

www.purepdfbook.com

এসব বিবেচনা করে ব্যাকলিংকের ভ্যালু দিন দিন কমে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ জোর আসতেছে কীওয়ার্ড এবং আর্টিক্যাল কোয়ালিটির উপর।

সুতরাং ব্যাকলিংক করে সাইট র‍্যাংক করবেন ভাবনা থেকে একটু সরে এসে, সাইট ক্রিয়েট করার আগেই ব্যাপারটা ভেবে নিন।

কারণ হলো, একটা কীওয়ার্ড আপনি যখন রিসার্চ করে নেন, একই সময়ে সেই কীওয়ার্ড আরও অনেকেই রিসার্চ করে কাজ করার জন্য নিতে পারে। আর এটাই স্বাভাবিক।

আপনার রিসার্চের মোটামুটি ছয় মাস পর ঐ কীওয়ার্ড র‍্যাংক হবে এরকম প্ল্যান থাকে আমার। এই সময়ে ঐ কীওয়ার্ডের কমপিটিটর আরও বাড়বে এটাই তো নরমাল ব্যাপার। তাই না?

সুতরাং সবসময় সুপার লো কমপিটিটিভ কীওয়ার্ড সিলেক্ট করুন কাজ করার জন্য। এতে ব্যাকলিংক ছাড়াই আগাতে পারবেন অনেক দূর। আর যদি ব্যকলিংক লাগেও, তাও খুব কম লাগবে। বেসিক ব্যাকলিংক দিয়েই হয়ে যাবে।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন-০৯: সাইটের ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: এটাও একটা ডিপেন্ড করে আসলে। আমার সাজেশন হচ্ছে– সবসময় নিজের কমপিটিটরদের ফলো করেন। আপনার সর্বোচ্চ যে কমপিটিটর আছে ওদের চেয়ে বেটার ডিজাইন করুন।

কিছুদিন আগে একজনের সাথে কথা হলো, উনি সবসময় কমপিটিটরের সাইটকে কপি করেন। সেইম থিম, প্লাগিন ইউজ করেন।

আর কমপিটিটরের চেয়ে একটা কাজ বেশি করেন, সেটা হচ্ছে– সাইটের স্পীড সবসময় তিনি কমপিটিটরের চেয়ে বেশি করেন এনিহাউ। আর এতে কার তার ধারনা কমপিটিটরকে পিক করার এটাই মূল কারণ।

বুদ্ধিটা যদিও হাই ক্লাসের কিছু না, তারপরও একেবারে ফেলে দেয়ার মতোও নয়। আপনারা যদি এরচেয়ে ভালো কোনো বুদ্ধি করতে পারেন, তাহলেতো খুবই ভালো। হ্যাঁ, সবসময় মাথায় রাখবেন- নিস সাইট একটা বিজনেস। এটার আবেগের জায়গা নয়। প্রফেশনাল ব্যাপার।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন-১০: আমার সাইট হ্যাক হয়ে যায়। কোন হোস্টিং ব্যবহার করবো?

উত্তর: প্রথমেই জেনে নিন যে, হোস্টিংয়ের সমস্যার কারণেই শুধু সাইট হ্যাক হয় এটা একটা ভুল ধারণা। হুম, হতে পারে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়।

আমাজন এফিলিয়েট নিস সাইট প্রায় শতভাগ ক্রিয়েট করা হয় সিএমএস ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে। সাইট হ্যাক হওয়ার পেছনে মূল কারিগর এই ওয়ার্ডপ্রেস।

এখন জেনে নিন কি কি কারণে সাধারণত সাইট হ্যাক হয়:–

- হোস্টিং
- ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিন
- ওয়ার্ডপ্রেস থিম
- কমন এডমিন পাসওয়ার্ড
- কমন এডমিন ইউজার

www.purepdfbook.com

ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাইট ক্রিয়েট করার পর প্রায় সবাই-ই ভুলে যান থিম আর প্লাগিন আপডেট করতে। সাইটে ব্যাকডেটেড প্লাগিন এবং থিম থাকলে সাইট হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উল্লেখ্য, সাইট হ্যাক হওয়া বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয়, সেটা হচ্ছে এসকিউএল ইনজেকশন দিয়ে সাইট রিডাইরেক্ট করে দেয়া।

অনেকেই আছেন খুবই কমন পাসওয়ার্ড দেন। এটা সমস্যা হয়। আবার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দেয়ার সময় যারা ইউজার "এডমিন" দেন, সেসব সাইটও সমস্যায় পড়ে।

আরেকটা বড় সমস্যা যে কারণে হয় সেটা হচ্ছে– ক্র্যাক থিম এবং প্লাগিন ইউজ করার ফলে সাইট হ্যাক হয়। নালড থিম-প্লাগিন ইউজ করলেও সেইম প্রবলেম হতে পারে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন শুধুমাত্র হোস্টিং সমস্যার কারণেই সাইট হ্যাক হয় না। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাপারগুলো দেখতে হবে।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন-১১: এই সাইটটা থেকে কি গেস্টপোস্ট নেয়া যাবে?

উত্তর: না, যাবে না। অর্থাৎ এরকম যারা পোস্ট করেন, তাদেরকে আসলে এটা বলা ঠিক নয়। মানে যারা বুঝতে পারেন না আসলে কোন সাইট থেকে লিংক নিতে হবে আর কোনটা থেকে নেয়া যাবে না, তাদেরকে হেল্প করা থেকে বিরত থাকাই ভালো।

মার্কেটিং-এ আসলে আপনাকে অন্তত এতোটুকু জেনে আসা উচিত। নয়তো গ্রুপে সময় দিন। এ সংক্রান্ত অনেক পোস্ট আছে গ্রুপে। জাস্ট একটু সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন-১২: এই বই পড়লেই কি আমি ভালো ইনকাম করতে পারবো?

উত্তর: ব্যাপারটা শুরুতেই আমি ক্লিয়ার করেছি। সুতরাং আশা করি এতোক্ষণে জেনে গেছেন। এখানে আরেকটু অংশ এড করবো।

www.purepdfbook.com

ই-বুকটা মূলত একেবারে নিউবিদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। যারা প্রচুর চেষ্টা করেও অন্তত একটা সাইট র‍্যাংক করাতে পারেননি। তাদের বেশ কাজে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

যারা অভিজ্ঞ তারা জাস্ট আমার কাজের প্যাটার্ন সম্পর্কে একটা ধারনা পাবেন। আপনার কাজ কমিয়ে আনতে পারবেন। কারণ আমি খুব শর্টকাট করে কাজ করি।

তা আর কি! এই তো। কমন কোশ্চেন আরও আসবে। যা শেষ হবে না। তবে আশা করি আল্লাহ হাতে সময়ও রেখেছেন আপনাদেরকে আরও সহযোগিতা করার জন্য। দোয়া করবেন আমার জন্য।

প্রশ্ন-১৩: আপনি কি কোনো সার্ভিস সেল করেন? আমরা কিনতে পারবো?

উত্তর: হ্যাঁ, করি। আপনি কিনতে পারবেন না। আমার নির্দিষ্ট কিছু ক্লায়েন্ট আছে। ইউকে, ইউএস

www.purepdfbook.com

এবং কানাডাতে। মূলত বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের কাছেই সার্ভিস সেল করি।

প্রশ্ন-১৪: আপনি বাংলাদেশে কেন সার্ভিস সেল করেন না? ভবিষ্যতে করবেন কি?

উত্তর: না করার মূল কারণ হচ্ছে– রেপ্যুটেশন। ধরেন আমাদের দেশের বেশিরভাগ সার্ভিস ক্রেতা মনে করেন একজন এক্সপার্ট পার্সনের কাছ থেকে সার্ভিস কিনলেই বুঝি আমি সাকসেস হয়ে যেতে পারবো। যেটা ভুল ধারণা। একেবারেই ভুল এন্ড ফুল মানে বোকামি চিন্তা।

আমি বার বার বলি, এখনও বলছি– শুধুমাত্র অর্থের জোরে নিস সাইট সেকশনে কখনও সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। সফল হতে হলে আপনাকে নিজে বিষয়টাকে অউন করতে হবে।

মূলত এই কারণেই আমি দেশের ভেতরে সার্ভিস দেয়ার চিন্তা করতে পারি না। দেখা যাবে, সার্ভিস কিনে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন আর ভাবছেন,

www.purepdfbook.com

বাহ, এইতো কয়দিনের মধ্যেই আমার হাজার হাজার ডলার ইনকাম হওয়া শুরু হবে। কিন্তু তারপর যখন কিছুই হয় না, তখন ফেসবুকে পোস্ট দেয়া শুরু করে অমুক এক্সপার্ট নয়, বাটপার। ধোঁকাবাজি করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি সবাই এরকম নয়। কিন্তু যখন দুয়েকজন ব্যক্তি এরকম পোস্ট দেন, সেটাই মারাত্মক আকারে দেখা দেয়।

ভবিষ্যতের কথা? না, বলতে পারছি না আপাতত। হ্যাঁ, দিতেও পারি ভবিষ্যতে সার্ভিস। তবে সেটা অবশ্যই ভিন্নরকম হবে।

প্রশ্ন-১৫: আপনি ভিন্নরকম কী রকম সার্ভিস দিতে পারেন ভবিষ্যতে?

উত্তর: আমার মাথায় একটা সার্ভিসের কথা ঘুরছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও সার্ভিস প্রোভাইড

www.purepdfbook.com

করি তাহলে কীরকম হতে পারে সেটা, আপনাদের সাথে শেয়ার করছি।

আমি ঠিক যেরকম সাইট ক্রিয়েট করে র‍্যাংক করি। ঠিক সেভাবে বেশ কিছু সাইট (৮-১০টা) বানিয়ে রেখে দেবো। যদি ভবিষ্যতে সাইটগুলো উইদাউট ব্যাকলিংক ভালো করতে থাকে এবং যদি দেখি হালকা কিছু ব্যাকলিংক করলেই সাইটগুলো থেকে আর্নিং হওয়া শুরু হবে তাহলে সেগুলো বিক্রি করবো।

অর্থাৎ ওভারঅল কথা হচ্ছে– রেডিমেড নিস সাইট সেলের ব্যাপারে আমি কথা বলছি। তবে চাইলেই কেউ এই সাইটগুলো কিনতে পারবেন না।

তবে কারা এই সাইটগুলো কিনতে পারবেন? ওয়েল, বলছি।

আমার প্ল্যান হচ্ছে– আমি যেভাবে যে নিসে কাজ করি, ঐ নিসে সাইটগুলো বানাবো আলাদা আলাদা কীওয়ার্ড লিস্ট দিয়ে।

www.purepdfbook.com

তারপর বেসিক এসইও করে ফেলে রাখবো ২/৩ মাস। তারপর প্রাইমারিলিভাবে র‍্যাংক করা শুরু হলে সাইটগুলো সেল করার কাজে হাত দেবো। শুধু সাইট সেল করবো না। সেই সাথে ৬-১২ মাসের প্রতিদিনের কাজের একটা প্ল্যান থাকবে। বাজেটসহ।

কিন্তু কেউ চাইলেই কিনতে পারবে না কোনো সাইট। আমার বিক্রি করার প্রক্রিয়াটা হবে এরকম:–

যারা আগ্রহী হবে কেনার জন্য তাদের সাথে কথা বলে দেখবো যে তারা সৌখিন নাকি আসলেই পরিশ্রম করে সত্যিকার কাজ করার মানসিকতা আছে এবং বাজেট আছে। যদি আগ্রহ আর বাজেট থাকে এবং এসইও সম্পর্কে প্রাইমারি ব্যাপারগুলো জানে, তখন তিনি একটা নন-রিফান্ডেবল পেমেন্ট (২৫০-৫০০ ডলার) দিয়ে সাইট দেখতে পারবেন। পছন্দ হলে সাইটটা কিনবেন। সাইট না কিনলে পেমেন্ট তার একাউন্টে জমা থাকবে।

www.purepdfbook.com

যখন কিনবে তখন সেটা সাইটের প্রাইস থেকে মাইনাস হবে।

সাইট কেনার পর প্ল্যান মোতাবেক কাজ করবেন। এবং আমি সাইট এবং ক্রেতাকে মেনটরিং করবো র‍্যাংক না হওয়া পর্যন্ত।

যদি প্ল্যান মোতাবেক কাজ করেও র‍্যাংক না হয় তাহলে তার টাকা রিফান্ড করে দেয়া হবে। কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, আমার প্ল্যানমতো কাজ করলে র‍্যাংক অবশ্যই হবে। সো যদি তারপরও র‍্যাংক না হয়, তাহলে তাকে রিফান্ড করে দেয়া হবে। এতে করে কারও ঠকার সম্ভাবনা থাকবে না। তিনি তার টাকা ফেরত পেয়ে গেলেন।

এছাড়াও সাইট ক্রেতা যেকোনো সময় সাইট কোনো কারণ ব্যতিরেকে ফেরত দিয়ে তার টাকা ফেরত নিতে পারবেন।

এটা সবসময়ের জন্য বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ কারও যদি মনে হয় আর কাজ করবে না এই লাইনে বা

www.purepdfbook.com

কাজ করে মাজ পাচ্ছে না, তাহলে তিনি তার টাকা ফেরত নিয়ে নিতে পারবেন।

আর গণহারে সাইট সেল করারও ইচ্ছে নেই। একেবারে হাতে গুনে গুনে করবো (মানে যদি করি, তবেই আর কি!)।

কেন এই সার্ভিস প্রোভাইড করবো? ওয়েল, সার্ভিসটা প্রোভাইড করার মূল কারণ হচ্ছে– মাঝে মাঝে কারও কারও সাইট দেখি যিনি অনেক কষ্ট করছেন কিন্তু এমন সাইট বানিয়েছেন যেটা কিনা র‍্যাংক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কিন্তু তিনি সত্যিকার অর্থেই কাজ করতে চান, চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আগ্রহ আছে নিস সাইটে, ইনভেস্টও করেছেন বেশ কিছু টাকা। তখন আসলে খুব খারাপ লাগে। এই ভাবনা থেকেই আইডিয়াটা আসলো যে, নিজেও বেনিফিটেড হই আর তাদেরও একটু সার্ভিস দিই।

এই হলো পরিকল্পনা। যদিও এখনও ভাবনা পর্যন্তই। বাস্তবায়ন আদৌ হবে কিনা জানি না। কিন্তু বেশ কিছু ভাই ফেসবুক ইনবক্সে বার বার

www.purepdfbook.com

নক দিয়েছেন এরকম সার্ভিস দেয়ার জন্য। তাদের প্রত্যেকবারই "না" বলেছি।

যাইহোক, যদি কখনও এরকম সার্ভিস প্রোভাইড করি তাহলে যেভাবে বর্ণনা করেছি সেভাবেই করবো।

আর আপনাদের যদি এই ব্যাপারে কোনো মতামত থাকে তাহলে সেটাও জানাতে পারেন। সাদরে মতামত গ্রহণ করা হবে।

উহহো! বলতে ভুলে গেছি, সার্ভিসটা শুধুমাত্র নিউবি মার্কেটারদের জন্য হবে। যারা এখনও কোনো সাইট র‍্যাংক করাতে পারেননি। আর আপনি যদি এরকম হয়ে থাকেন যে, আগে কাজ করে ফেইল করেছেন, তাহলে আপনাকে আরও স্বাগতম।

কারণ আমার বিশ্বাস, আমার প্রোভাইড করা সার্ভিস আপনি র‍্যাংক করাতে পারবেন। আর এতে আপনার কনফিডেন্স লেভের অনেক হাই হয়ে যাবে। যা পরবর্তীতে বড় প্রজেক্ট করতে বড় ভূমিকা পালন করবে।

www.purepdfbook.com

ওভারঅল সমাপ্তিকথন

জীবন কখনও থেমে থাকে না। জীবন চলে তার নিজের মতোই। আপনি নিজে থেমে যেত পারেন, কিন্তু জীবন থামবে না, একদম নয়।

এরকম কথা কেন বলছি জানেন?

কারণ হচ্ছে– অনেককেই দেখেছি হতাশ হয়ে পড়তে। সামান্য কিছুদিন কাজ করার পরেই হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। অনেককে অবশ্য সমস্যায় পড়েও থেমে যেতে দেখেছি।

কিন্তু তাই বলে কি এফিলিয়েট মার্কেটিং থেমে গেছে? না। তাই বলে কি আপনার আমার আর্নিং বন্ধ হয়ে গেছে? না। তাই বলে কি এফিলিয়েট মার্কেটিং মন্দ হয়ে গেছে? না।

সুতরাং কেন আপনি থেমে যাবেন? কেন অভিমান, রাগ করবেন? কেন হতাশ হবেন? কাজ করে যান যতোক্ষণ পর্যন্ত না সাকসেস আপনার হাতের মুঠোয় ধরা দেবে।

www.purepdfbook.com

যিনি ভাগ্যকে দোষারূপ করেন, তিনিই হচ্ছেন ভাগ্যহীন। আসলে মূল কথা হচ্ছে– তিনি পরিশ্রম করতে চান না। তাই নিজের ভাগ্যকে দোষারূপ করে নিজের পিঠ বাঁচাতে চান। এসব করে কখনও ভালো কিছু আশা করা যায় না।

সুতরাং ভালো কিছু করতে হলে পরিশ্রম করে যান। এর বিকল্প কিছু নেই।

আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে। সো অযথা ভাগ্যকে দোষারূপ করবেন না। ভাগ্য হলো আপনার পরিশ্রমের ফল। নাথিং এলস, ডিয়ার ব্রাদার এন্ড সিস্টার।

***

www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়